

दु. प्र. प्र.
दाहिने बाहिरे न।

Kare

দুঃখাপ্য

দুঃখাপ্য
বান্ধের যাবে না

কিছু কিছু বুঝি।



প্রহসন

পানদোষ অপব্যয় ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা ও অস্পাবয়ক
বালকগণে নাটকাত্মিনয়ে অধ্যয়নে
বঞ্চিত হওয়া বিষয়ক

(পঞ্চম অঙ্কে সমাপ্ত)

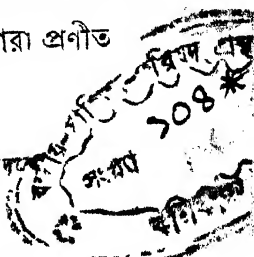
সকল বুঝিতে পারে কে এমন আছে ।
সকল বুঝিতে বল যাই কার কাছে ॥
সকল বোঝেন যিনি জানিত সে জনে ।
সকল তাজিয়া অগ্রে বশ কর মান ॥

এই লাইটা বঙ্গনাট্যালয়ের অধ্যক্ষগণের আদেশ ও সার্ভায়ে

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রণীত

উপরোক্ত অধ্যক্ষগণের আদেশে

কলিকাতা



চিৎপুর রোড ২৪৬ সংখ্যক ভবনে বেণীমাধব দে ফোর্স

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা যন্ত্রিত ।

সন ১২৭৪ সাল ১৫ কাছিক ।

কলিকাতা

মুখ্য ।

“কয়লাহাটা বঙ্গনাট্যালয়ের” অধ্যক্ষ বৃন্দ অভিনয়ার্থে দেশাচার সংশোধন বিষয়ক একখানি প্রহসন আমাকে প্রস্তুত করিতে বলায়, সুরাসেবন, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা, অপব্যয়, ও অপ্প-বয়স্ক বালকগণ নাটকাত্মিনয়ে অধ্যয়নে বঞ্চিত হওয়া, ইত্যাদি কএকটি প্রস্তাবে এই “কিছু কিছু বুঝি” প্রহসনখানি প্রস্তুত করিলাম। বর্তমানে যদিচ অনেকেই নাটক প্রিয় হইয়াছেন, তথাপি এমত ভরসা করিনে, যে আমার এই সামান্য রচনা পাঠকগণের শ্রবণ-প্রণয়িনী হইবে? বিশেষতঃ মাইকেল মধুসূদন দত্তের, দিনবন্ধু নিতের, ও “বুঝলে কি না” গ্রন্থকর্তার প্রহসন-খানির, রচনা যে কি চমৎকার হইয়াছে তাহা বলাপেক্ষা আমি এই “কিছু কিছু বুঝিতে” যে স্থলে স্থলে তাহাদিগের নিকটে ঋণী হইয়াছি, ইহাই স্বীকার করা ভাল? তবে যে কএকটি প্র-স্তাবে পুস্তকখানি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা দেশাচার সংশোধন বিষয়ক এই মাত্র বলিতে পারি? সুরাসেবনটী দেশের অপ্প দোষাকর নহে; পান দোষে বিস্তর অনিষ্ট হোচ্ছে, “তদ্বিষয়ে যেমত উৎসাহ” অপব্যয়ে কোন বিষয়ে উপকার দর্শায় না, “তাহাতে অর্থব্যয় করা” নাটক অভিনয়ে অপ্পবয়স্ক বাল-কেরা অধ্যয়নে বঞ্চিত হয়, “তাহার প্রমাণ” ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র-তায় লোকালয়ে হাস্যাস্পদ হওয়া, “তাহার ফল দর্শান” গুণ-গ্রাহী দেশহিতৈষী পাঠক মহাশয় মহোদয়ের। এই কএকটি প্রস্তা-বের শঙ্কগ্রাহী ও রচনা প্রিয় না হইয়া নর্ম গ্রহণ করতঃ দেশা-চার সংশোধনে দৃষ্টিপাত করিলেই চরিতার্থ হইবে। তবে “কয়লা-হাটা বঙ্গনাট্যালয়ের” অভিনয়কারিরা যদি কুপ্রথায় বিরত থাকিয়া অভিনয়ের কালীন ভাব ভক্তিতে দর্শকগণের অন্তরে সম্ভ্রাম জন্মাইতে পারেন তাহা হইলে যেমন একটা কুৎসিতা জীলোক নানালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া শোভনিয়া হয়, আমার রচনাও সেই মত হইবে।

শ্রীভোলানাথ শর্মা ।

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ ।

নট	স্বত্রধর ।
ঋদ্যতেশ্বর বাবু	প্রহসনের প্রধান অভিনয়ী
বিদ্যুতেশ্বর গুরুজী	ঋদ্যতেশ্বর বাবুর গুরুপুত্র ও প্রধান পারিষদ ।
বিদ্যুৎক ব্রাহ্মণ	অভিনয়ী ।
বিনোদকুমার	অভিনয়ী ।
চন্ননবিলাশ	অভিনয়দর্শক ।
শিশুপাল	ঐ
রামতারক বিদ্যাবাচ-	

স্পতি মেদোকলুর প্রতিবাসী ।

মেদো	কলু ।
শিতল পাঁড়ে	ঋদ্যতেশ্বরের দ্বারপাল ।
মুরাদআলী	কৌচমান ।
গদা	খানশামা ।

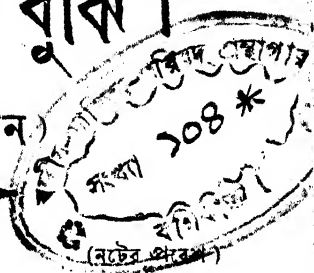


নটী	স্বত্রধরের প্রিয়োত্তমা ।
রাধামণি	বিনোদকুমারের মাতা ।
বরদা	রাধামণির প্রতিবাসিনী ।
চন্ননবিলাসী	চন্ননবিলাশ বাবুর অবিদ্যা ।
বৈষ্ণব দাসী	বৈষ্ণবী ।
কলুনী	কামিনী বেশ্যা ।

কিছু কিছু বুঝি ।

(প্রহসন)

গীত ।



(রাগিণী রাগেশ্রী তাল আড়াঠেকা ।)

দেখে শুনে তবু জনগণে ভাবেনা ভাবনা মনে ।

সুরাপান ব্যভিচারে, পরদার পাপাচারে,

সদা ফেরে লোকাচারে, কালী নাথিয়ে বদনে ।

নট । সভাজনগণ ! আজকের প্রহসনের
আমি নট, আমার একটি নট আছে । সে
দেশাচার সংশোধন বিষয়ক অভিনয় কোত্তে হ-
লেই সর্বদাই তর্ক বিতর্ক করে, অদ্যকার বিষয়ে
আর তার কোনমতে মৎ কোত্তে পাচ্চিনে, আমি
তাকে ডাকি, আপনারা যদি একটু মনোযোগী
হয়ে বোলে করে ছান, তবেই প্রহসন অভিনয়
হয় । প্রিয়ে ! একবার এদিকে এস দেখি ।

গীত ।

(নটীর প্রবেশ)

(রাগিণী সুরটমোল্লার তাল আদ্বা ।)

কি দায়ো ঘটেচে আমার পড়িয়ে নটেবো হাতে ।

ডঙ্করসে নাহি মনো বিরসেতে সদা মাতে ।

উপদেশ দিতে পরে, আজ্ঞা সারো নাহি করে,

পাপাচারে সদা মরে, ভাবে না নির্দাশ যাতে ।

নটী । এইত এলেম, কি বলুন দেখি ?

নট । প্রিয়ে ! “কিছু কিছু বুঝি” প্রহসনে
তুমি কেন অমত কোচ্ছ, তাহা এই সভাজনগণের
সম্মুখে বল দেখি ।নটী । নাথ ! ও রকম নাটক কি প্রহসন গুলো
আমাকে কেমন ছিব্লেমো আর ইংরোমো বোধ
হয় । এষ্টা পুরাণ উক্তি কি উপদেশমূচক বি-
ষয় অভিনয় করুন, তাতে আমি কোন অমত
কোরবো না ।নট । প্রিয়ে ! ও কথা আর বোলোনা, পুরাণ
উক্তি নাটক ও গ্রন্থ এখন বিস্তার আছে । তাতে
কোনমতে দেশাচার সংশোধিত হোলো না ।
এক্কে দেশের উপকার বিষয়ক নাটক কি প্রহ-
সন করাই কর্তব্য । দেখ, দুই বিবাহ কোল্লো বি-
স্তার অনিষ্ট হয়, নবনাটক-খানী তাহা মিবার-

ণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে । আর প্রতারণা সুরা সেবন ইন্দ্রিয় দোষ যদেচ্ছাহার ও যদেচ্ছাচারে এ দেশ যেন ছারখার হোচ্ছে, “বুঝলে কি না” গ্রন্থ-সন খানি সে পক্ষে যেন মুগুর হয়ে বসেচে । “বুঝলে কি না” গ্রন্থ কর্তার রচনার ভাবভঙ্গি দেখে কেনা তাঁকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান কোরে থাকেন ? তিনি দেশের দুরাবস্থাই বুঝলে কি না পুনঃ পুনঃ বোলেচেন, এখনকার যে রকম অবস্থা দেখ্‌চি, সকল বোঝা বড় সহজ কথা নয় । দেশাচার যে কত রকমে দোষাকর হয়ে আছে, সে দিকে অনেকেই দৃষ্টিপাত করেন না । নাটকেও এখন দেশের বিস্তর অনিষ্ট হোচ্ছে । অল্প বয়স্ক বালকেরা অধ্যয়নে বঞ্চিত, বঙ্গভাষার উন্নতির বিপরীত, অনর্থক অর্থ ব্যয়, আর কত কত স্থলে এই নাটক সূত্রে সুরা সেবনের উৎসাহ বেড়ে উঠ্‌চে । আমরা যদিও সব না বুঝে থাকি, কিন্তু কিছু২ যাহা বুঝি, তাহাই আমাদের অভিনয় কোরে দেশহিতৈষী “বুঝলে কি না” গ্রন্থকর্তার পোষকতা করাই কর্তব্য । তাহাইলে তিনি দেশাচার সংশোধন বিষয়ে আগ্রহাতি সহকারে

বিশেষ যত্নশীল হইবেন । আর “কিছু২ বুঝি” ঐ “বুঝলেকিনারই” আদর্শ মত, সুরা সেবন ইন্দ্রিয় দোষ যদেচ্ছাহার যদেচ্ছাচার ও অনর্থক অর্থ ব্যয় প্রভৃতি দেশাচার সংশোধক বিষয়েই লিখিত হয়েছে ।

নটী । “কিছু২ বুঝিতে” কি এ সকল আছে ?

নট । তা না থাকলে আর এত যত্ন কচ্চি কেন ? “বুঝলেকিনাতে” লোকে যেমত উপদেশ পেয়েচে, বোধ করি এতেও সাধারণে সেইরূপ উপদেশ পেতে পারেন, তবে রচনার ভাবভঙ্গি কি দর্শকগণের মনোরম্য ততদূর পর্য্যন্ত হয় কি না তা বলতে পারিনে ।

নটী । তবে আপনি “কিছু২ বুঝি” প্রহসনই অভিনয় করুন ।

নট । (সভাজনের প্রতি) তবে আর মহাশয়-দের বড় কিছু বোলতে হোলো না । নটী আমার আপন। আপনিই মত কোলেন । তবে চল্লেম এখন ।

প্রথমাক্ষ ।



(রাধামণির বাটী)

(রাধামণি বামকরে বামগণ্ড রাখিয়া আসীন)

(১ম, দ্বারদিয়া বরদার প্রবেশ)

বর । ঠান্দিদি ! গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌চো
ভাই ?

রাধা । আর দিদি আকাশ পাতাল ভাব্‌চি,
ভেবে কিছু স্থির কোত্তে পাচ্চিনে, কি যে কো-
রবো, আর কি যে হবে হায় ! হায় ! বুকের
ভিতর যেন পুড়ে উঠ্‌চে ।

বর । কেন গা কি হয়েছে ?

রাধা । সে সৰ্ব্বনাশের কথা আর কি বোলবো
ভাই ? বিনোদকুমার দুবচরের হতেই রাঁড় হয়েচি
তাতো জান ? এখন এই শত্রুরের মুখে ছাই দিয়ে
ষেটের কোলে বারো তেরো বচরের কোরেচি,
তোর ঠাকুর দাদা যখন মরে গ্যালো, বিষয় আশয়
যত রেখে গেছলো তাতো জানিস, বরং গলায়

কতক গুলো দেনা দে গেছলো । বরদা ! দ্যাখ্ বোন ! পাছে কেও বিনোদকুমারকে গালাগালী দেবে বোলে, গায়ে যে ছু খানা পাঁচ খানা টুং টাং সোণা কপোর গয়্ না ছিল, (মর ! মুখদিয়ে গালা-গাল বই আর ভাল কথা বেরয়্ না) তাই বেচে পোড়ার মুখোর পিণ্ডী আর দেনা শোধ দিয়েচি । তার পর বিনোদকুমারকে যে কোরে মানুষ কচ্চি, নাত্নি ! তোরাও তাই সব জানিস্, হাত তুলে ছুটাকা দেবার কথা তফাতে থাক্, কেমন আছিস বোলে যে জিজ্ঞাসা করে, বিনোদকুমারের এমন আপনার লোক কেও নাই । তোমার বাপ ধনেশ, বাবা আমার লক্ষীপোষী হোক্, রাজা হোক্, সোণার দোয়াৎ কলম্ হোক্, সেই যা আমার বিনোদকুমারকে একটু দয়া শুদ্ধা করে । পুরনো কাপড় খানা, বইখানা, ছুটো চাট্টে জলপানী পয়সা মাঝে দিচ্ছেনই । আর আপনি লোকের বাড়ী উঞ্চবৃত্তি কোরে কত কষ্টে যে বিনোদকুমারকে লেখাচ্চি পড়াচ্চি তা আমিই জানি । (রোদন মুখে) নাত্নি ! সেই বিনোদকুমার আমার (বলেই মুখে বস্ত্র প্রদানপূর্বক রোদন)

বর । ঠান্দিদি ! কি হয়েছে বলুন না, কাঁদ-
বেন না ।

রাধা । নাত্নি ! তোমার ঠাকুর দাদা তামাক
ছিলিম্‌টী বই আর কোন নেশা কোত্তোনা । বি-
নোদকুমার আমার এই বয়েসে মদ খেতে শি-
খেচে । এত দিন কাকেও বলিনে, আপনি কত
বোঝাই, কোনমতে শোনেনা, মাঝে মাঝে প্রায়
মদ খেয়ে এসে । কাল শেষ রাত্রে বিছানাতে
পোড়ে গাঁ গাঁ কোঠে লাগলো, আমার এম্নি
ভাবনা হলো তা আর কি বোলবো । শেষে বমী
কোরে একাছত্তির কোরে বেহোঁশ হয়ে ঘুমিয়ে
পোড়তে তবে সেটা শালো । নাত্নি ! এখন
কি করি ভাই বলো, তোরা লেখা পড়া শিকচিস্,
আমাদের চেয়ে তোদের বুদ্ধি ভালই হবে ।

বর । ঠান্দিদি ! ও এসব্বনেশে কাণ্ড শিখলে
কোথা ? ছেলেমানুষকে শেখালেই বা কে ? প্রথম ২
জান্লে এবিষয়ে ধরাকাট কোলে আর এতটা
ঘোটতো না ।

রাধা । আমি আগে এর বাপ্পও জান্তেম্‌ না,
বিনোদকুমার যেমন পোড়তে যায় তেম্নি যেতো,

দিনকতক কেবল আস্তে একটু দেরি হতে লাগলো, আমি জিজ্ঞাসা কোলে বোলতো স্কুলে এখন লোকচর, না লোকচার মর কি বলে বোলতেও পারিনে তাতেই দেরি হয় । ক্রমেঃ দুদিন চাদ্দিন নটা দশটাও হতে লাগলো । ছেলে মানুষ, মনের মধ্যে কোন বদ্‌চাল্ আর ভাবতেম্ না । শেষে শুন্তে শুন্তে শুনি, কি থিয়োটরিতে যায় । এক দিন সটে পটে ধোত্তে বোললে কি ? “সেইতো লেখা পড়ার যাত্রার দল গো, খদ্য-তেশ্বর বাবু তাতে কত টাকা খরচ কোরে আমার মতন স্কুলের কত ছেলেকে এনে সেই সব শেখা-ছেন । আমাদের কি তিনি কম ভাল বাসেন ? বিশেষতঃ আমাকে যে কি চকে দেখেছেন, তা আর বলতে পারিনে ” নাত্নী বিনোদকুমারের মুখে এই সকল শুনে মনে মনে কল্লেম, যে খদ্য-তেশ্বর বাবু একটা বড় লোকের ছেলে, তিনি বিনোদকুমারকে এত ভাল বাসলে এর ভালই হবে । পোড়ার মুখো যে এমন সৰ্ব্বনাশ কোরবে, তখন তা স্বপ্নেও জানিনে ।

বর। ঠান্দিদি! কাঁদবেন না। আমরা বোয়ের ভিতর পোড়ে গেছি, “বিপদ সময়ে ব্যাকুল হবে-না” এখন বিনোদকুমার যাতে সুদরে যায়, তারি চেষ্টা দেখা যাক্। থিয়েটারে আর যেতে দেওয়া হবে না, আমি দেখেছি, ও ছাই ভস্মে যে কত ছেলে বয়ে গ্যালো তা আর বোলতে পারিনে। ও মাথা মুণ্ডুতে আর তো কোন উপকার দেখতে পাইনে, কেবল বাঙ্গালা ভাষাকে আর ছেলেদের উচ্ছন্ন দেওয়া এই মাত্র। ঠান্দিদি! আমি কিছু কিছু বুঝি।

রাধা। নাত্নি! আমি বিনোদকুমারের বিস্তর আশা ভরসা কোরেছিলাম। তোর ঠাকুরদাদা যদিও কিছু রেখে যায়নি, কিন্তু এক বিনোদকুমারকে রেখে যাওয়ায় আমি সাতরাজার ধন ভাবতাম। মনে মনে কর্তেম, কোনমতে বিনোদকুমারকে একটু লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ কোরে তুলবো, তার পর দশ টাকা আনতে পাল্লো আর এতখ খাকবে না। তখন দশ জনের সঙ্গে এক রকম বেশ চলে যাবো। এখন, সে আশা ভরসা সব ফুরিয়ে গ্যালো, এত দিন যে এত

কল্লেম, সে কেবল ভস্মে ঘী ঢালা হোলো। আমি শুনেচি, একবার যে ও গু খেতে শিখেছে, সে আর ভুলতে পারে না।

বর। ঠান্দিদি! ওসব কথা থাক্, এখন বিনোদকুমারকে একবার ডাক দেখি, তাকে ছুটো কথা বুঝিয়ে বলি।

রাধা। নাত্নি! আমি ডাকলে আর রক্ষা থাক্বে না, তুমি ডাক ভাই।

বর। বিনোদকুমার! বিনোদকুমার! ও বিনোদকুমার! উত্তুর দাওনা কেন? জেগে ঘুমুচ্চ নাকি? (রাধামণির প্রতি) ঠান্দিদি! এখনত সাড়া শব্দ নাই, ক্ষণিক পরে আবার আস্চি।

রাধা। নাত্নি! যেওনা ভাই, আমি এই দেখেচি উস খুস কোচ্ছে, তোমার কাছে লজ্জায় উঠ্চে না, তুমি তুলে এনে কি বোল্বে বল।

বর। তবে দেখি, কিন্তু জেগে ঘুমুলে সে ঘুম ভাঙ্গান বড় শক্ত।

(২য়, দ্বারদিয়া বরদার প্রস্থান)

(ও বিনোদকুমার সহ পুনঃ প্রবেশ)

বিনো। বরদামাসি! আমার বাবু ভারি

অনুখ কোচ্ছে, কাল রাজার বাড়ী নাচ দেখতে গে সমস্ত রাত্রিজেকে, এই সকাল বেলা এসে স্নয়েচি, আমার গা টলমল কোচ্ছে, ও মাথা কেমন বনং কোরে ঘুচ্ছে, আমি কোনমতে দাঁড়াতে পাচ্চিনে, তুমি বাবু আমাকে কেন তুলে আনলে? (স্বগত) কাল এই যে বিদ্রুষক তার মেয়ে মানুষের বাড়ীতে টেনে নে গ্যালো, আর ধেনো মদ গুলো খাইয়ে দিলে, তাতেই এই অনুখটা হয়েছে, ধান্যেশ্বরীকেত কখন স্পর্শ করিনে আর তাতে খাওয়াই কি গ্যাছে কম? বাপ্প্রে! চাক্কনে তিন বোতল রম বেদম টানা গ্যালো? (প্রকাশে) বরদা মাসি! আমি স্নুই গে বাবু, কোনমতে দাঁড়াতে পাচ্চিনে ।

বর । বিনোদকুমার! আমি কিছু কিছু বুঝি । তুমি রাজার বাড়ী নাচই দেখতে যাও, আর যাই কর, কিন্তু তোমার বুকে চলা খুব আবিশ্বক । তুমি বড় মানুষের ছেলে নও? দশ টাকার সম-স্থান নাই? পৈত্রিক কিছু বিষয় পাওনি? তোমার মা তোমাকে উৎসাহিত কোরে মানুষ কোচ্ছে? কোথাও আদখানী সন্দেশ জল খেতে পেলে

সেটুকু তোমার তরে আঁচলে বেঁধে আনে। তুমি মানুষ হয়ে দশ টাকা আনলে তবে যদি মাগীর মুখ হয়। আর বৌ যদি কপাল ক্রমে ভাল হয় তবেই ভাল, নতুবা অদেখ্যে কেবল দুঃখই সার। তাতে তুমি এই বয়সে খারাপ হয়ে গ্যালে, মাগীর আশা ভরসা এককালে সকলি ফুরিয়ে গ্যালো।

বিনো। আমি কি খারাপ হয়েছি বাবু? মদও খাইনে, চুরিও করিনে, কি—না থিয়েটারে যাই। এক জন বড় মানুষ ধরেচে, সেখানে দশ জন ভদ্র সন্তান এসে, তাতে লাভ বই অলাভ নাই। দশ জন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ থাকলে একটা কর্ম কার্য সহজেই কোরে নিতে পারবো। (স্বগত) মাথাটারই অনুখ খোয়্যারিতে তারি হয়, আর গা বমীং করে, জল তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। (প্রকাশ্যে) মা! এক ঘণ্টা খাবার জল দাওত গা?

রাধা। ওরে ঘরে যে কিছু নাই, মুছ জল কেমন কোরে খাবি। (বরদার প্রতি) কাল রাত্রে এসে আর জলস্পর্শ করেনি।

বিনো । (স্বগত) জলস্পর্শ করে কে ? আ-
মাতে কি আমি ছিলাম যে জলস্পর্শ কোরবো ?
ভালয়ৎ বাড়ীতে যে এসেছিলাম সেই কত না ?
(প্রকাশে) তুমি স্নুছ জলই দাওনা গা ? আমার
ক্ষিদে পায়নি, ভারি জল তেফ্টা পেয়েচে ।

রাধা । (এক ঘটি জল ও এক মুটো চাল
ভাজা লইয়া) বিনোদকুমার ! তবে এই দুটি চাল
ভাজা খেয়ে জল খাও বাবা ; স্নুছ পেটে জল
খেতে নেই ।

বর । ঠান্দিদি ! আমার মার কাছ থেকে
সন্দেশ আন্চি । (বিনোদকুমারের প্রতি) বি-
নোদকুমার ! এখন জল খেওনা, আমি এখনি
আস্চি ।

(১ম, দ্বার দিয়া বরদার প্রস্থান)

বিনো । (বিনোদকুমার জলপান কোরে একটু
ব্রহ্মতালুকায় দিয়া) (স্বগত) বাপরে ! খোয়া-
রিটাতে ভারিকষ্ট হয় । (ক্ষণেক পরে) আ—মর !
এই জল খেলেম, আবার যে কে সেই ; আজ
ভারি জল তেফ্টা পাচ্ছে । (রাধামণির প্রতি
প্রকাশে) মা ! আর এক ঘটি খাবার জল দাও ।

রাধা। মুছ জল খেয়ে পেটটাকে যে জালা কোরে ফেল্লী, একটু রোসনা? বরদা সন্দেশ আনতে গ্যাচে, এখনি আসবে এখন।

(১ম, দ্বার দিয়া সন্দেশ হস্তে বরদার প্রবেশ)

রাধা। এই যে দিদিমণি আমার সন্দেশ নিয়ে এলেন। এমন মায়া কিন্তু কারো দেখিনি; আমার বিনোদকুমারকে যেন আপনার পেটের ছেলের মতন ভাল বাসেন।

বর। ঠান্দিদি! সন্দেশ সবে ছুটী ছিল, তা মা নগেন্কে একটা দিলেন, আর আমি বিনোদকুমারের তরে একটা আনলেম। এখনি সন্দেশ এলে মা আবার পাঠিয়ে দেবেন।

রাধা। বরদা! তোমার আর তোমার মায়ের গুণ এক মুখে আর কত বোলবো দিদি? তোমারদের খেয়েই আমার বিনোদকুমার মানুষ। (বিনোদকুমারের প্রতি) বিনোদকুমার এই সন্দেশ খেয়ে জল খাও।

বিনো। (সন্দেশ ভক্ষণ ও জলপান করিয়া) (স্বগত) মাথাটা এখনো সারেনি, আর গাটাও ভারি ঘাতত কোচে। আর একটু মাথায় জল

দি । (ঘটীর অবশিষ্ট জল মস্তকে প্রদান) স্নান
টা কোত্তে পাল্লেই ভাল হোতো, দাঁড়াতে
পাচ্চিনে কি কোরেই করি ।

বর । বিনোদকুমার ! আর তুমি থিয়েটারে
যেতে পাবে না । আমি বাবাকে বোলে এলেম,
নগেন যখন স্কুলে যাবে, দরয়ান অম্নি তোমা-
কেও সঙ্গে কোরে নে যাবে, আসবার সময়
সঙ্গে কোরে আনবে, আর তুমি বাড়ীর বার-
হতে পারবে না । লেখাপড়া শেখ, দশ টাকা
রোজকার কর, মানুষের মতন হও, দশ জন
লোকে মানুগ, এইত মানুষের কাজ ? থিয়েটারে
মেতে হো হো কোরে বাউত্তুরের মতন ব্যাড়ালে
কি হবে । লেখা পড়া শিখলে তাঁর কাজ ক-
র্মের ভাবনা কি ? তবে আপনার বাড়ীতে ছুদণ্ড
গর্প কর, কি খেলা ধুলো কর, কি গান বাজনা
কর, তাতেত কোন ক্ষেতি নাই, সময়ে লেখা
পড়া কোল্লেই হোলো । আর এ সময়ে পাঁচ
রকম বদ খেয়ালিতে মাতলে লেখাপড়া হেলায়
হারাবে ।

বিনো । কেন, আমিত স্কুলে যাচ্ছি ? লেখা

পড়াও কচ্চি ? তার মধ্যে যদি থিয়েটারে গ্যালা
দশ জন বড় মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়, তাতে
হানী কি আছে ?

বর । বড় মানুষের সঙ্গে আলাপে হানী কিছু
নাই, কিন্তু সর্বদা সহবাসে খুব নিন্দে হয় । যদিও
তুমি পিত্তিশি না হও, তথাপি লোকে মোসা-
হেব বলে ।

(নেপথ্যে শীতল পাঁড়ে)

শিত । বাবু ! বাবু ! বিনোদ বাবু ! বিনোদ বাবু !
বিনো । কে ও ।

শিত । হাম্ শীতল পাঁড়ে ।

বিনো । পাঁড়ে জী ।

শিত । হাঁ, বাবুসাহেব ।

বিনো । ক্যা ওয়াস্তে ।

শিত । আপ্‌কো ওয়াস্তে, বাবু তুরন্ত বোলা-
য়তা হায় ।

বিনো । আর কোই ছুঁই হায় ।

শিত । আট দশঠো বাবু হায় ।

বিনো । গুরুজী আয়া ?

শিত । গুরুজীত হায় ।

বিনো। পাঁড়ে জি!

শিত। হাঁ বাবু।

বিনো। বাবুকো আওর গুরুজীকো কহো,
কাল রাতকো হাম বড়া বেমারি ছয়াথা, আবি
খানাপিনা কুচ নেহি কিয়া, খানাপিনা করকে
তুরন্ত যাকে মোলাকাত করেগা।

শিত। বহুত আচ্ছা বাবু! তব্ হাম চলে।

বিনো। আও। (ক্ষণেক পরে) পাঁড়ে জি!
পাঁড়ে জি!

শিত। হাঁ বাবু।

বিনো। দেখো, হামারা পাশ বাবুকো একঠো
ডিকন্টার হায়, এঠো লে যাকো বাবুকি খান-
শামাকো দেও। (রাধামণির প্রতি) মা! কাচের
ঐ বড় শিশিটে এনে দাওত গা?

(২য় দ্বারদিংবা রাধামণির প্রস্থান ও ডিকন্টার সহ পুনঃ প্রবেশ)

বিনো। (ডিকন্টার হস্তে) পাঁড়েজী! হিয়া
আও।

(১ম, দ্বার দিয়া শিতল পাঁড়ের প্রবেশ)

শিত। (ডিকন্টার দেখে) বাবু! ওতো হাঁম

নেহি ছোয়েঙ্গে, ওসমে সরাপ রাখ্তা হয় ।
হাঁম্‌কুচ্‌ বুঝ্তা ।

বিনো । নেই, নেই, হাঁম এসমে গোলাপ জল
লে আয়া থা ।

শিত । নেই বাবু, মাপ কিজে । (দুহাত তুলে)
ওবি হাঁম নেহি ছোয়েঙ্গে, মেরা আকসে ওসমে
দারু রাখ্নেকো দেখা হয় ।

বিনো । আবি তো এসমে দারু হয় নেই, তঁও
হরু কং কিয়া ।

শিত । (যোড়হাত কোরে) হাম সে মাপ কিজে
বাবু, দারুকি বরাবর জবুন চিজ দুনিয়ামে আ-
ওর দুস্রা হয় নেই । “এক বরাহমণ এক মসল-
মানী কি দোস্তী মে জাত দেকর, মসলমানকো
খানাপিনা সব কিয়া, সেরেফ দারু নেহি পিয়া ।
যব বরাহমণ মরুগয়া, মসলমানী ওনকো মসল-
মানকো বরাবর গোর দে কর রাখা । বরাহমন্
কো বরমোতেজ্‌ হরু রাত্‌ ওস্‌ গোরকি উপার
সোয়ালা উঠ্তা, আদ্বি সব ওস্‌ তেজ্‌কো দেখ্‌
কর, ডর পা কর, রাজাকো পাস যাকর, কহনে
সে, রাজা সব পণ্ডিত আদমি কো লেকে ওস্‌কা

তজ্জ্বিজ্ কিয়া । এক জ্ঞানী বরাহমণ বোলা,
 “যো বরহামণ্ যবতক্ দারু নেহি পিয়েগা, তব-
 তক্ ওন্কো বরমোতেজ্ নেহি ছোড়ে গা ।
 আবি, ও বরাহমণ্কো গোরকো উপার দারু
 ডার দেও, তঁও ওন্কো ব্রামভণীদেব ছুট যাগা,
 আওর নেহি দপ্‌দপায় গা ।” রাজা, জ্ঞানী বরাহ-
 মণকো বাত শোনকর ওস গোরপার দারু দেলা-
 নেসে জ্বল্‌না বঁদ হো গয়া । বাবু ! দারুকী মা-
 ফিক জবুন চিজ ছুনিয়ামে আওর ছুশরা নেহি
 হয় । হাম আভি চলে, আপ তুরন্ত যাওয়েঙ্গে ।

বিনো । হাম তুরন্ত যাতাহায় ।

শিত । তব হাম চলে বাবু ।

(১ম দ্বার দিয়া শিতল পাঁড়ের প্রস্থান)

বর । বিনোদকুমার ! তুমি ভালই বল, আর
 মন্দই বল, থিয়েটারে আর তোমার যাওয়া হবে
 না । সবত শুনলেম, আর আমরাও কিছু কিছু
 বুঝি । বড় বাড়াবাড়ী কর, আজ বাবা কিছু
 বেরন নি, এখনি গে ডেকে আনবো । তাঁর
 এমনত রাগ নয় ? নগেন যে দিন কোন ছুরন্ত-

পনা করে, তিনি অমনি হাতে দড়ী বেঁধে রেখে দ্যান।

বিনো। (স্বগত) আজ শনিবার, ড়েশ রি-
হার শেল, তাতে আমার হিরুইন পাট। আজ,
না গেলে আর রক্ষা নাই। / (প্রকাশে) বরদা
মাসি! আপনিত বেশ লেখাপড়া শিখেচেন,
একটা বিবেচনা করুন দেখি, অতবড় বড় মানুষ
টা ডেকে পাঠালে, একবার আমার গিয়ে তার
সঙ্গে দেখা করা উচিত কি না বলুন? আমি
একবার গিয়ে এখনি চলে আস্চি।

বর। ওরে আমরা কিছু কিছু বুঝি। মিছে
আর জ্বালাচ্চিশ কেন। থিয়েটারে গিয়ে যে
আবার এখনি আস্বে, তা মা গঙ্গাই জানে।

বিনো। ওগো আমার যে ডুপলিকেট্ (Dup-
licate) আছে। আমি যে আগে থাকতে বোলে
রেখেচি, “যে আমার আসা তার হবে, আ-
মার উপর আপ্নি সোলডিপেণ্ড (Soledepend)
কর্বেন না”।

বর। তবে আর তোমার যাবার কি প্রয়ো-
জন আছে?

বিনো । অতবড় লোকটা ডেকে পাঠাচ্ছে, না গেলে কি ভাল দেখায় গা ?

বর । সে যে তোমার মাথা খেতে ডেকে পাঠাচ্ছে, তোমার দফা যে শেষ কোরবে । এখন ভাত খাবে চল, ওসব কথায় আর কাজ নাই ।

বিনো । আমার কাছে যে তাদের থিয়েটারের কতক গুলো কাগচ আছে, সে গুলো তো দিয়ে আসতে হবে, তা না হলে লায়াবেল (Liable) কোরে বড় লোক অনাসেই জব্দ কোরে দিতে পারবে ।

বর । কাগচ গুলো অপর কারেও দিয়ে পাঠিয়ে দাও না কেন ?

বিনো । তা, কেমন কোরে হবে, সেখানে আমার হাতের সই আছে, সেটা কেটে দিয়ে আসতে হবে ।

বর । আমি কিছু কিছু সব বুঝি, তোমার কোনক্রমেই যাওয়া হবে না । এখন ভাত খাবে চল ।

(২য়, দ্বার দিয়া সকলের প্রস্থান)

(প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(খদ্যতেশ্বর বাবুর বৈঠকখানা)

(খদ্যতেশ্বর বাবু ও বিদ্যতেশ্বর আসীন।

খদ্য। গুরুজি! এত এক রকম তারি বিপদ দেখ্‌চি? রিহারশেলের সময় বয়ে যাচ্ছে, অ্যাক্টাররা সকলেই এসেচে, বিনোদকুমার এখন আস্‌চে না কেন? উপায় কি বলুন দেখি? সে হোচ্ছে হিরোইন, সে না এলে আরত রিহার শেল বসাতে পাচ্চিনে?

গুরু। তাইত আমি আপনাকে বলি, যে, অ্যাক্টার দুজন২ রাখুন, তাহা হলে এক জনার অনোপস্থিতে অন্যের দ্বারা কায চোলতে পারে।

খদ্য। তাতো আমি বুঝি, যে ডুপলিকেট রাখলে আর ভাবতে হয় না। কত চেষ্টা করা গ্যালো বিদুষকের আর বিনোদকুমারেরত এ পর্যন্ত ডুপলিকেট পাওয়া গ্যালো না। টাকা

খরচ কোত্তে কন্সুর করিনে, মাঁইনে মাসহারা কত লোককে যে কত দিচ্ছি, তাতো আপনি জানেন, আমি কেবল গায়ের জোরে 'অ্যামেচার বলি বৈত নয়? নতুবা আমার অধিকাংশই পেড-অ্যাক্টারস্ । টাকা দিয়েওত ভাল ছেলে পাচ্চিনে ?

গুরু । ছেলে ধোত্তে আরত বাকী নাই ; একি না স্কুলে, একি না পাঠশালে, একি না লোকের বাড়িৎ, ম্যানেজার গবচন্দ্র বাবু আবার অন্য অন্য থিয়েটারের কত ছেলেকে ভাংচি দিয়ে আনচ্চেন । এ বিষয়ে বাজারে মহাশয়ের এক রকম ছেলে ধরা নাম উঠে গ্যাচে । কত ছেলের যে মাথা খেলেন, তা আর বল্তে পারিনে ।

খদ্দ্য । তা সত্য, কিন্তু আমিও ছেলে ছেলে আর নাটকং কোরে পাগল হয়ে গেচি, একবার একবার মনে করি, যে ছোট ছেলে নিয়ে আর একাজ কোরোঁনা ।

গুরু । এবার কি কেবল বুড়ো বাঁদর নাচাবেন নাকি ?

খদ্য। ইচ্ছেটা এমনি হয় বটে।

গুরু। সেই ভাল, তবে কিঙ্কিদ্ধাকাণ্ড আরম্ভ কোরে দিন না কেন?

খদ্য। সে পরের কথা, এখন বিনোদকুমারের কি করি বলুন।

গুরু। তাইত, আপনার বিদ্বষক আর বিনোদকুমারকে নিয়েই নাটক। বিনোদকুমার না এলে সকলই মিছে হবে।

খদ্য। তা আর একবার বোলচেন্, বিনোদকুমার হোলো হিরোইন, আর বিদ্বষক কমিক।

গুরু। ওদের দুজনের এক জন ছাড়া কোন ক্রমেই এ বিষয় সমাধা হতে পারে না। বিশেষতঃ বিনোদকুমারকে দেখতে যেমন, আর অ্যাক্টও খুব চমৎকার করে।

খদ্য। তা না হলে আর এত কচ্চি কেন? অ্যাডিন যে এক্টা বদলে ফেল্‌তেম্ (কণেক পরে) বলি কি আপনি একবার বিনোদকুমারের বাড়ী যেতে পারেন? তার, মাঝে বোলে কোয়ে, যাতে আর প্রতিবন্ধক না করে এমন কোরে আসুন দেখি?

গুরু । তাও কি হতে পারে ? আর আমিই কি এমন্ বোলতে পারি ? যে, “ওগো তোমার ছেলেটিকে আমার সঙ্গে গল্পের শ্রাদ্ধে যেতে পাঠিয়ে দাও ” ।

খদ্য । গল্পের শ্রাদ্ধে দিতে তো বাকী রাখিনে । মদও খেতে শিখেচে, আর ফাউল কেরি প্রভৃতি কোন অখাদ্যও খেতে বাকি নাই । এর মধ্যে মেয়ে মানুষের নামে নেচে ওঠে দেখেচি । সে যা হোক এখন উপায় কি ?

গুরু । আপনি এক কন্ম করুন । বিনোদকুমারকে ডাক্তে এক জন লোক পাঠিয়ে দিন ।

খদ্য । তাতো শিতল পাড়েকে পাঠিয়ে ছিলেমু, খেয়ে যাচ্ছি বোলে আর তো এলোনা ।

গুরু । তবে এবার একখান চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেন্ ।

খদ্য । বেশ বোলেচেন, তাই তবে নিখি !
(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) গদা ! (সম্মুখে দোয়াত কলম কাগজ দেখে) নারে, আর আস্তে হবে না, এখানে দোয়াত কলম আছে ।

কিছু কিছু বুঝি ।

(লিপি লিখন)

খদ্য । গুরু জি ! চিঠীখানা ত লিখলেম্,
এখন শুনুন দেখি ?

(লিপি পঠন)

My dear Benode Coomar Baboo.

I am sorry to state that I could not account for your thus making late, I sent Seetul Parra to you but still you are not coming. To-day our dress rehearsal will take place, which you are not ignorant of, and you being the heroine of the Play ought not to keep yourself at home. Hoping you should do the needful without incurring further delay.

Yours truly

K. Burral.

গুরু । আমি ইংরেজিত জানিনে, তবে শুনে
শুনে কিছু কিছু বুঝি । আমাকে বাঙ্গলা কোরে
ভাল কোরে বুঝিয়ে বলুন ।

খদ্য । শুনুন তবে । আমার প্রিয় বিনোদ-
কুমার বাবু । তোমার বিলম্বের জন্য আমি যথো-
চিত ভাবিত আছি, এবং শিতল পাড়েকেও
তোমার নিকট পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি এ
পর্যন্ত এসে উপস্থিত হচ্চ না । অদ্য আমাদের

দেশরিহারশেল, ইহা কিছু তোমার অবিন্দিত নাই । সে বিষয়ে তুমি এক জন প্রধান অ্যাক্টার, একারণ তোমার বাটীতে থাকা কোন ক্রমেই উচিত হয় না । ভরসা করি তুমি আর কোন মতে অপেক্ষা করবে না ।

গুরু । আমি বোধ করি শিতল পাঁড়েও এ সব কথা বোলে এসেচে । উচিত হয় নীচে একটা খাওয়া দাওয়ার বিষয় খুলে লেখা । সেবিষয় খুলে লিখলে আর ক্ষণকালও বাড়ীতে থাকবে না । বাবু ! না হয় আজ কিছু ব্যয় হবে এই মাত্র । মদ মুরগীর নাম হলে আমাদের পর্য্যন্ত মুখ চুল্কে উঠে, বেঁধে রাখলে দড়ী ছিঁড়ে যেতে ইচ্ছা করে, সেত তাতে নতুন ব্রতী । ঐ বিষয়টা খুলে লিখুন ।

খদ্য । খাওয়া দাওয়ার বিষয় কবেই না হয়, আর এই থিয়েটারের বিষয়ে আমি কত টাকা ব্যয় কচ্ছি তাতো দেখতে পাচ্ছেন । যে যা বোল্চে কিছুতে তো অমত কচ্ছি নে ?

গুরু । একটু রকমারি কোরে খুলে লিখুন ।
“ফাউলকেরি প্রভৃতি নানা রকম হোটেলের

খাদ্যাদি প্রস্তুত হয়েছে, রোজলিকর স্টাম্পেন আনান গ্যাচে । তুমি না এলে সে সকলই বিফল হবে, আমরা কোনমতে আর আমোদ আহ্লাদ কোত্তে পার্‌বো না ।

খদ্য । বেশ বোলেচেন, তবে ঐ বিষয়টা খুলে লিখি ।

(পুনঃ লিখন)

খদ্য । গুরু জি শুনুন দেখি ?

(পুনঃ পঠন)

P. S.

Moreover a feast will take place at ours and for which every necessary preparations have been made. Fowl-curry and other meats and wines such as Champagne and Rose-liquor have been brought. It will be extremely mortifying to be deprived of your company in this friendly feast, and our cup of enjoyment will not be full if you dont come.

K, B.

গুরু । বাঙলা কোরে বলুন দেখি ।

খদ্য । আপনি যা যা বলেচেন, তাহাই লেখা

গ্যাচে । এখন এক খানা গাড়ী আর চিটা খানা পাঠিয়ে দি । (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) কোই হয়, মুরাদ্‌আলী কোচ্‌মানকো জন্দি ভেজ দেও ।

গুরু । বাবু ! বিনোদকুমার এলে যে গুলী লেখা গ্যালো, তাতে প্রস্তুত কোত্তে হবে ? এত এক দিনের কাজ নয়, যে আজ ফাঁকি দিয়ে আনা গ্যালো, ও সব না হলে আর কিন্তু আসবে না ।

খদ্য । আপনি তাই বলুন যে বিনোদকুমার আনুক, আমি সে সব প্রস্তুত কোরেচি । হোটেল থেকে ছুঁবাক্স খানা আনিয়া কমপিলিট কোরে রেখেচি, আর মুরাদআলিকে দশটা ফাউল রাঁদতে বলেচি, আর মদত যারে সকল রকমই আছে ।

গুরু । বলেন কি ? তবেত আজ ভারি রগড় আছে ।

(১ম, দ্বার দিয়া মুরাদআলির প্রবেশ)

মুরা । সেলাম হজুর ।

খদ্য । দেখো এই চিঠি আর গাড়ী লেকো
বিনোদকুমার বাবুকো পাস যাও ।

মুরা । যো হুকুম ।

গুরু । মুরাদআলি ! বাবু যো চিজ বাণায়-
ওনেকো বোলা, ও তয়ার ছয়া ?

মুরা । জী ! ছোটা কামরামে রাখা হয় ।

গুরু । আচ্ছা ছয়া ?

মুরা । হামকো ত মালুম নেহি ব্যায় বাবু !
(স্বগত) মালুম আচ্ছা হয়, আগাড়ী মুরাদ-
আলী খা লিয়া, পিছে বাবু লোগ ঝুঁটা খাগা ।
(গুরুজীর প্রতি) হাম চলে বাবু ।

গুরু । জন্দ যাও ।

(:ম, দ্বার দিয়া মুরাদআলির প্রস্থান)

গুরু । বাবু ! এবার বিনোদকুমার এলো আ-
রকি ? মুরাদআলী ফাউলকেরি রেঁখেচে শুন্লে
আর কি রক্ষা আছে ? আমারই যা শুনে পর্যন্ত
মন কেমন কেমন কোচ্ছে ? অনুমতি করেনত
একবার ছোট ঘরে যাই ।

খদ্য । তা হলে এখনি সকলে সব খেয়ে
ফেলবে ।

গুরু । আমি চুপুচুপী গে এক খানা চেকে দেখবো বৈত নয় ? কেও টের পাবে না । আনন্দ-ময়ী ত ঐ ঘরে আছেন ?

খদ্য । সকল আছে । ইস্তক হটওয়াটার ডিশ পর্য্যন্ত দেখতে পাবেন ।

গুরু । সে আবার কেমন কোরে খেতে হয় ।

খদ্য । সে, খাবার নয়, সেই ডিসের ভিতরে গরম জল পোরা আছে । তাতে মাংস রেখে খেলে আর শিঙ্গির যুড়য় না । মাংস একটু গরম খাওয়াই ভাল ।

গুরু । তা কোন শালা জানতো । আর ইং-রেজী না জানলে কেমন কোরে জানবো বলুন । বলি কি, এখন আপনিও একবার আমুন না কেন ?

খদ্য । আমিত ওতে নাই, আপনি যান ।

গুরু । আপনার কপালে নাই । আর জন্মে দ্যান নি, এ জন্মে পেলেন না । কিন্তু এবার জন্মান্তরে যেমন পেতে হয় তা পাবেন । শর্মা তবে চল্লেন ।

খদ্য । আমুন ।

(১ম, দ্বার দিয়া গুরুজির প্রস্থান)

খদ্য। (স্বগত) বিনোদকুমার যতক্ষণ না আস্চে, আমার আর কিছু ভাল লাগ্চে না। বিনোদকুমার না এলে যে দুজন পাচজন বন্ধু বান্ধব আনবে, তাদের কাছে আর মুখ দেখাতে পারবো না।

(১ম, দ্বার দিয়া গুরুজীর প্রবেশ)

গুরু। বাবু! মুরাদআলী যে মুরগি রেঁধেচে, তা আর কি বোলবো? আমি এক খানি গালে দিয়ে দেখলেম, বড় চমৎকার হয়েছে। (স্বগত) একটা পেট ঠেসে এসেচি, অমন জিনিস আর কি এক খানি খেয়ে চুপ কোরে থাকতে পারা যায়।

খদ্য। গুরু জি! মুরাদআলীত অনেকক্ষণ গ্যাচে, এখন কিছে না কেন বলুন দেখি?

গুরু। তাইত, বিনুদে বেটা যে তারি কাঁকরে ফেলে।

(১ম, দ্বার দিয়া মুরাদআলির প্রবেশ)

গুরু। বাবু! তোমার মুরাদআলী আস্চে।

খদ্য। মুরাদআলী খপর কিয়া।

মুরা । বাবু' চিঠীতো ভেজ দিয়া । (চিঠী প্রদান) ।

(১ন, দ্বার দিয়া; মুরাদআলির প্রস্থান)

খদ্য । গুরুজি । তবেত ভারি মুশ্কিল দেখচি, যখন চিঠী লিখেচে, বোধ করি তবে আর আস্তে পারবে না । সর্বনাশ কোল্লে আর কি ?

গুরু । আপনি চিঠী খানা খুলে পড়ুন দেখি ।

(লিপি পঠন)

খদ্য ।

My dear Sir

I unable to go you just now for my Mother and Burioda Messee not allow me to be the out of the house, but I assure that they will not be able to keep me house. I try my best to escape by jumping the back door of our house. I going soon to you,

Your effertionately
Benode Coomer—

গুরু । কি লিখেচে বাবু ?

খদ্য । মন্দের ভাল বোলতে হবে । বিনোদ-কুমারের মা আর তার বরদা মাসি তাকে আটকে রেখেচে, তাই আস্তে পাচ্ছে না । কিন্তু

সে নিশ্চিত বোলেচে, যে, “পেছন দিগের দরজা দিয়ে পগার ডিক্সিয়ে পালিয়ে আস্বে”।

গুরু। আ! রক্ষা হোলো। লোকে বলে, যে, “খোষখপরের ঝুঁটোও ভাল” হ্যাঁ বাবু! বিনোদকুমার চিটী খানাতো তবে বেশ লিখেচে। কিছু কি বুৎপত্তি জন্মেচে?

খদ্য। না, লেখাপড়া ভাল শিখেনি, ছু চার খানা বই পড়েচে, এই মাত্র। পাঁচ সাত লা-ইন লিখতে আট নটা গ্রামেটীকেল মিস্টেক্ কোরেচে।

গুরু। গ্রামটীকে মিস্টেক্ কি বাবু?

খদ্য। আপ্নাদের যেমন ব্যাকরণ দোষ।

(১ম, দ্বার দিয়া বিনোদকুমারের এক বস্তু পরিধানে প্রবেশ)

বিনো। গুরু জি প্রাতক্ প্রণাম্।

গুরু। এই যে! আ! রক্ষা হোলো! বিনোদকুমার! তোমার তরে আমরা আকাশ পাতাল ভাব্ছিলেম।

বিনো। আমিও মশায় আকাশ পাতাল ভাব্ছিলেম, যে কোরে এসেচি তা আর কি বোল্বে। বাড়ীতে যখন আটক কোল্লে, কি কোরে

যে আসবো এ আর ভেবে স্থির কোত্তে পারি
নে। শেষে বাবুর চিঠিখানি পোড়তে যেন
বুদ্ধির গোড়ায় জল দেওয়া গ্যালো। মশায় !
যা নিখেচেন সে সব ত প্রস্তুত বটে ; না কেবল
আমাকে কঁাকি দিয়ে আনলেন ?

গুরু। সে সব প্রস্তুত আছে।

বিনো। কাউলকেরি।

গুরু। সাধুমিটিয়ে।

বিনো। প্রাইভেট ওয়াটার।

গুরু। এটা বুঝতে পাল্লেম না।

বিনো। ওয়াইন। ওয়াইন।

গুরু। ও ! যত পারবে।

বিনো। তবে আরু দুশো মজা দেখচি ?

গুরু। হাজার হাজার মজা, সুদু দুশাকি ?
হোটেলের দুটা বড় বাক্স অম্নি আদত মজুত
রয়েচে।

বিনো। তবে আজ বৃষ উচ্ছুগের ব্যাপার
দেখ্চি।

গুরু। সকলই সেই রকম উদ্দ্যোগ বটে ?
কেবল ষাড়্টি পাওয়া যাচ্ছে না।

বিনো । মশায় ! বিদুষক কি এসেচে ?

গুরু । সকলেই এসেচে, আস্তে আস্তে আর কেও বাকি নাই ।

বিনো । তবে মশায় বিদুষককে ডেকে স্ফাণিকটে মজা করা যাক্ । (নেপথ্যের দিকে চাকিয়া) ওহে বিদুষক !

বিদু । (নেপথ্য হইতে) কেহে বিনোদকুমার বাবু নাকি ?

(২য়, দ্বার দিয়া বিদুষকের প্রবেশ)

বিদু । বেঁচে কি আছ ? আমরা তোমার বিলম্ব দেখে খরচ লিখেছিলাম ।

বিনো । তা কাল্ তোমার সঙ্গে মিশে খরচের তলেই পড়েছিলাম, (গুরুজীর প্রতি) মশায় ! স্কুলের ফের্তা বিদুষক বাবু ওঁর অবিদ্যালয়ে নিয়ে গ্যালেন, বাবুর পরকালটাকে দেখে আমার হরিভক্তি উড়ে গ্যালো । বয়েস্, বিদুষকের চেয়ে বিষ পঁচিশ বছরের বড় হবে, গায়ে গোষও বেশ আছে, জমী নিয়ে পোড়লে দুটো চাট্টে হাতী নিকেশ হয়ে যায় ।

বিছ । ওহে ! ওরকম না হলে কি মজা আছে ?
দেখলেতো, লুচীর গোচাটী আর ছুখের বাটটী
কেমন ? সুছ তা নয়, মাঝে২ আবার কত রকম
সকম হয় ? এ সওয়ায় বৈকালেও পোয়াটাক
মিঠাইওয়ালার দোকানের বরাদ্দ আছে । আমিত
সকলী'দি ? বেটী যৌবনাবস্থায় যা কিছু কোরে
ছিল, বুদ্ধাবস্থায় সে গুলী শর্ম্মার উদরস্থ কোচ্ছে ।

গুরু । শেষে তার কি ভাবচো ?

বিছ । মহাশয় কি শাস্ত্র মিথ্যা কোত্তে চান
নাকি ? শাস্ত্রে আছে ।

“ সৰ্ব্বশেষে সৰ্ব্বনাশে সারং ভবতি টুকুনী ”

আবার যত মনি তত মৎ । মতান্তরে বলে ।

“ কপালং কপালং মূলং মূলং ”

আর ডাকমনির উক্তি ।

“যার নাই পুঁজী পাটা, চোলে যাক্ বেলৈ ঘাটা”

সকলের চেয়ে আমাদের পক্ষী মনির মৎটাই
বিশুদ্ধ । তিনি বোল্লেচেন্ ।

“হাটখোলায় গোলায় চল ছাই দিয়ে প্রেমে”

মশায় ! এদিকে বাছার যখন সকল শেষ হবে,

আর জঠর যন্ত্রনা লোকলজ্জাকে দূরীভূত কোরে দেবে, তখন একখানি কুলো নিয়ে আপ্নি অগ্নি অবারিত মুক্তহটে গমন কর্বেন।

গুরু। বিদুষক ! তখন তোমার দশা কি হবে, লুচীর গোচা আরত পাবেনা ?

বিদু। বলেন কি ? আমার শরীর ভাল, আর সাটি ফিকেট থাকলে ভাবনা কি ? হয়তো আবার এর চেয়ে ভাল হবে, নয়তো একটু নিচু হলো তাতে ক্ষতি কি ? এ লুচীর গোচা দিচ্ছে সে না হয় রুটির গোচা দেবে।

বিনো। (গুরুজীর প্রতি) মশায় ! একে বিদুষক সাজান গালাগাল, এ যথার্থ বিদুষক। পেট্টেই কেবল ভাল বোঝে।

বিদু। বিনোদকুমার ! তুমি ঠিক বলেচ ভাই ? আমার এ ব্যবসাতে কত লোক বিষয় কোরে নিলে, আমি কেবল পেটে খেয়েই ঠকে গেলেম, স্বোণার অঙ্কটা দিন দিন কালী হয়ে যাচ্ছে, না একখানা বাড়ী, না একখানা বাগান, না দুহাজার পাঁচ হাজার কোম্পানির কাগচই পেলেম ?

বিনো । আর দিন কতক পরে ঠিকানাতে
গ্যালেই সব পাবে ।

বিহু । তোমরা দুজন চাক্কজন এগিয়ে থেকে
ভাই ? তা না হলে সেখানে ইয়ারকিটা হবে না ।

বিনো । বিদুষক ! ওসব কথা থাক্, বলি কি?
এদিকে বাবুত আজ্ বৃষউচ্ছগের ব্যাপার কোরে-
চেন, কেবল একটা ষাঁড়ের অভাব আছে, তা
তুমি কি বল ?

✓ বিহু । ধেনু চাট্টে কি স্থির হয়েছে ?

✓ বিনো । ষাঁড় স্থির হলেই বাজার থেকে ধেনু
এনে দেওয়া যাবে ।

✓ বিহু । ষাঁড়ের ভাবনা কি, ধেনু চাট্টে এলে
তখন অনেকেই ষাঁড় হতে চাবেন । আমাদের
গুরুজীও তখন গো স্বামী হতে ইচ্ছা করবেন ।
বাবুকেও ফেলা যায় না, সে দিন সেই বিবি মা-
গীকে আনা গেছলো, বাবুতো তার আয়াকে
ধরেই টানাটানী কল্লেন । আর ম্যানেষার গব-
চন্দ্র বাবুর কথা বোলতে গ্যালে কিছু থাকে না,
তার চাকরাণীতেও অরুচি নাই ।

বিনো । বিদুষক ! ওসব বাজে কথায় আর

দরকার করে না, 'আজ ভারি ধুম তা জান? মুরাদ আলী ফাউলকেরি রেঁধেচে, হোটেল থেকেও ছুটো বান্ধ এসেচে ।

বিহু । (খদ্যতেশ্বরের প্রতি) মহাশয় ! সত্যি নাকি ?

খদ্য । গুরুজীকে জিজ্ঞাসা কর ।

গুরু । সত্যি নাত কি মিথ্যা ? চলনা, একবার দেখিয়ে আনি ।

বিহু । আপনাকে আর যেতে হবে না । (উদরের প্রতি) উদর ! আজ তোমার ভারি আনন্দ, এখন নখের মুড়ী পর্য্যন্ত স্থান পরিসর কর । তানা হলে আজ তোমার দফা সার্বো, তুমি ফেটে গেলেও শর্ম্মা খেতে কশুর করবেন না । (গুরুজীর প্রতি) গুরুজি ! ও ঘরে যে কটা কলীর শত্রু বোসে আছে, যাদের প্রেজুডিশ সর্ব্বনাশ কোরে এমন সুখের ভোগে বঞ্চিত কোরেচে । যারা জাত জাত আর অখাদ্য বোলেই আমাদের সঙ্গী হতে পাল্লে না, তাদের আজ দিকি কলা দেখান যাবে ।

গুরু । ম্যানেজার গবচন্দ্র বাবু তাদের তরে গোল্লা আনিয়া রেখেচেন ।

বিছু । এ যাত্রা তবে তাঁরা গোল্লা খেয়েই গোল্লায় যাবেন ।

গুরু । দিন কতক পরে অনেকেই এ দলে আসবেন, দেখতেতো পাচ্চ ? মাঝে২ দুজন চাজ্জন প্রায় আমাদের দলভুক্ত হচ্ছে ।

খদ্য । গুরুজি ! আমি একবার ওঘরে যাই । তা না হলে অ্যামেচারেরা রাগ কোত্তে পারে, বুঝলে কি না ।

গুরু । উচিত বটে, সকলে আরতো বেতন ভোগী নয়, ভদ্রসন্তান যারা, তাদের খাতির যত্ন না কোল্লে আস্কে কেন ? তবে ম্যানেজার সেখানে আছেন আপনি না গ্যালাও হয় ।

খদ্য । আমারও যাওয়া উচিত হচ্ছে, আমি চল্লেম ।

(২য়, দ্বার দিয়া খদ্যাভেঁষরের প্রস্থান)

বিনো । বিদুষক ! আজি কিন্তু ভাই মেয়ে মানুষ আনতে হবে ।

বিছ। ওসব বুঝিনে বাবা? এখন মুরাদআলী কেমন মুরগী রেঁধেচে, চল একবার খেয়ে দেখা যাক্গে।

গুরু। তার আর কথা নাই? সে এক রকম জুতো বোল্লেই হোলো।

বিছ। আপনি এর মধ্যে খেয়ে এসেচেন নাকি?

গুরু। অনেকক্ষণ, গালে দিতে স্বর্গে গেলেম কি বৈকুণ্ঠে গেলেম, তা আর বোল্তে পারিনে।

খদ্য। (নেপথ্য হইতে) আপনি মুরগী খেয়ে আর স্বর্গ বৈকুণ্ঠ মুখে আনবেন না? সেখানে আপনার কোৎকা টাঙ্গান আছে।

বিনো। (আশ্চর্য্য বোধ কৌরে) কে বাবা!

বিছ। কত ভূত আছে, তুই যে অবাক হয়ে গেলি? চ না এই বেলা একটু চুপুচুপী গে খেয়ে আসি। আমরাত পরকাল তারি মানি, স্বর্গ বৈকুণ্ঠ না হোলো তো বয়েই গ্যালো, মক্কাতো হবে?

বিনো। আমিই নাকি পরকালের ভাবনা ভাব্চি? মনে মনে জানি আজকাল আমারই

মতন অনেক, আমি যদি নরকে যাই, সেখানে অনেককেই দেখতে পাবো, তবেই আমরা নরক গুলজার কোরে তুলবো ; তাহলেই স্বর্গ বৈকুণ্ঠ এক রকম কানা হয়ে যাবে, মজা আচ্ছা যা সকলি নরকে চোলবে ।

বিষ্ণু । মিছে আর বকিস্নে, এখন চল আমরা যাই ।

(:ম, দ্বার দিয়া বিনোদকুমার ও বিদুষকের প্রস্থান)

গুরু । (স্বগত) আমি কিছু বুঝি, গুরুজী হয়ে যে মদ মুরগী ও অখাদ্য গুলো খাচ্চি, শেষ-টাতে ভুগতে হবে তা জানি ; তবে বিনোদকুমার এক বড় সরেস কথা বোলেচে, যে “আজ কাল আমার মতনই অনেক, নরকে আমাদের মতনই অনেককে দেখতে পাব” সেখানে আর একটা বড় মজা হবে, এখানে যাদের দেখে আমরা সমীয় করি, ও আমাদের দেখে যারা সমীয় করে, ও লোক দেখিয়ে যারা ভক্ত বিট্লেমো করে, অথচ তলে তলে সকলি চলে, সেখানে সকলেরই বিজ্ঞা প্রকাশ হয়ে পোড়বে । (চারিদিক দেখে) এখানে কেওত নাই ! বিশেষতঃ নরকে আমাদের

খদ্যতেশ্বর বাবুর নাকাল্টি ভাল কোরে দেখতে হবে। এদিকে লোকের সাক্ষাতে বলা হয়, “আমি মদ খাইনে” গপ্তমূখ গবা বাঞ্ছারামরাই তা বিশ্বাস করে, মানুষে আর কি তার চোরা গুপ্তি টের পায় না? আমাদের খোলা প্রাণ, মনের মধ্যেত কোন কোর কাপ্ নাই, তা বোলে নিরেট মূখও নই; বাবুর তাব ভক্তি দেখলে, কিছু কিছু বুঝি। ~

(সঃ দ্বার দিয়া খদ্যতেশ্বর বিদূষক ও বিনোদকুমারের প্রবেশ)

✓ খদ্য। I say Beedoosuck ! dont express before any one ?

বিদু। মহাশয়! আমি কিছু বুঝি কি না বলুন? আপনি যে তলে একাজ করেন তা আমরা অনেক দিন পর্যন্ত জান্তেম? আজ আপনি “অ্যামেচারেরা রাগ কোত্তে পারে বুঝলে কি না” বোলে যেমন উঠেচেন, আমরা অমনি কেমন এককালে হাতে মদের গ্লাস স্ক্রু ধোরে ফেলেচি বলুন?

খদ্য। বিদূষক! আমি পুনঃ বোল্চি, যে এ বিষয় তোমরা যা জান্লে, আর কারো সাক্ষাতে প্রকাশ কোরোনা। সুরাপানটা যত গো-

পনে করা যায়, ততই ভাল, বিশেষতঃ আমার একটু মান সম্ভ্রম আছে, পাঁচটা সোসাইটি ও সমাজ টিমাঙ্গে গিয়ে থাকি, দশ জন লোকে মান্য করে, আমার লোক দেখিয়ে মদ খাওয়াটা কোন ক্রমেই উচিত হয় না ।

বিহু । তা আর আমি কার কাছে বোলতে যাচ্ছি ? কিন্তু কিছু কিছু বুঝি কি না বলুন ?

খদ্য । বিহুষক ! চুপ কর ।

বিনো । বিহুষকের ঐ কেমন এক স্বভাব, একটু মদ খেলে ত অগ্নি চোক ছুটো রাঙ্গা হয়ে উঠলো, আর এক কথা দুশোবার বোলতে আরম্ভ কোলে ।

বিহু । ওতো কালীদাস বোলে গ্যাচে, তুমি আর পুরনো কথা বোল্‌চো কেন বাবা ?

“নয়নার্কুনাণী ঘূর্ণয়ন বচনানি স্থলয়ন পদে পদে ।”

নতুন কিছু থাকেত বল ? আমি কিছু কিছু বুঝি ।

বিনো । গুরু জী । Dont allow him more.

বিহু । তাহলে কোন শালা অ্যাঙ্কি কোর্বে ।

বিনো। বিদুষক! তুমি কি একটা লোক
চলাতে চাও নাকি? অধিক খেয়ে নেশা হয়ে
পোড়লে দশজন লোকের সাক্ষাতে ভারি অপ-
মান হবে? লোকে বোলবে এদের থিয়েটারটা
কেবল মদ খাবার আড্ডা।

বিদু। Very good, dont give me now a drop of
wine, but after the performance I want two bottles,

বিনো। এ বেশ কথা।

খন্দ্য। I say Benodecoomer Baboo! do you
like a dose?

বিনো। না মশায়! আপনি পারফরম্যান্স
কমেন্স কোরে দিন।

গুরু। তবে চল, আমরা ইস্টেজুরুমে যাই।

বিনো। আসুন।

(২য়, দ্বার দিয়া বিনোদকুমার ও গুরুজীর প্রস্থান।)

(১ম, দ্বার দিয়া পুরুষ বেশ চম্ননবিলাশী ও চম্ননবিলাশ

বাবুর প্রবেশ)

চঃশ (খন্দ্যতেশ্বরের প্রতি) হেল্লো! গুড-
নাইট! (করম্পর্শ)

খন্দ্য। গুডনাইট বাবু? (চম্ননবিলাশীকে

দেখিয়ে) I say who is this gentleman, I believe knownface.

চঃশ । May be, he is my best friend.

খদ্য । (চন্ননবিলাশীর করস্পর্শ কোরে) Good night gentleman.

চঃশী । Good night Baboo.

চঃশ । মশায় ! আর অপেক্ষা কি ? (ঘড়ী খুলে) Nearly one.

খদ্য । সকের কাণ্ড হলেই রাত্রি হয় ।

বিদু । মশায় ! কত যায়গায় যে তিনটে দেখেচেন, এখানে একটাতে অমন কচ্ছেন কেন ?

চঃশ । হেলো ! বিদুষক ! গিনিটি ভাল আছেত ?

✓ বিদু । হাতে বহরে অমনি এক রকম আছে, আপনারা ভাল আছেন তো ?

চঃশ । বড় ভাল নয়, শনিবার অবধি চন্নন-বিলাশীকে জবাব দিয়ে ভারি মনের অসুখে আছি ।

বিদু । ছেনালী ভরা যে ? জেলের পোঁদের হাঁড়ী হয়ে আর বোচ্চেন কেন ?

চঃশ। বিদুষক! চেঁপে যাও ভাই, কেমন ঠিক হয়নি?

বিদু। আপনাকে ঠিক কোরেচে বলেই আপনার চোকে ঠিক হয়েছে, আমার চোকে এখন ঢের তফাত দেখছি।

চঃশ। তুমি সর্বদা দেখে বোলে যা বল? কিন্তু বামাদিদির সঙ্গে ধনুকটঙ্কার বাবু এসেছিলেন, তিনি চিন্তে পারেন নি।

চঃশী। কেন? এই তো খদ্যতেশ্বর বাবুও আমাকে চিন্তে পাল্লেন না? উনিয়তঃ পুরুষ বোধ কল্লেন?

খদ্য। হেল্লো! চন্ননবিলাশী বিবি! আমি তোমাকে এতক্ষণ চিনি চিলি কোরে চিন্তে পারিনে? বা! দিক্সি পুরুষ সেজেচ।

চঃশী। ঠিক হয়নি বাবু?

খদ্য। একজ্যাক্টলী! আমিই তোমাকে চিন্তে পারিনে, তা অপর লোকে চিন্বে।

বিদু। মশায়! এমনো বলেন? আজ কাল অনেকেই পুরুষ মাজে বটে, কিন্তু কোলের গো-

ডায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান, আর ছম ছমে গোচে ধরা
পড়ে যায় ।

খদ্য । তাতে হানি কি আছে ?

বিদ্যু । হানি এমন কিছু নাই ? তবে ভদ্র
সমাজে এমনি বোধ হয়, যে বিবি পুরুষ সেজে
বাবুকে যেন ভেড়া বানিয়ে এনেচে ।

চঃশী । বিদুষক ! আমার ঘাট হয়েছে, নে
তাই চুপ কর ।

— খদ্য । (চন্ননবিলাশীর প্রতি) বিবি ! যা
হোক্ আজ খুব বাধিত হলেম । এখানে আর
তো অপর কেও নাই, তারি গিরির্ষি হোচ্ছে,
জামা টামা গুলো খুলে একবারও ঘরে চলুন ?

চঃশী । হটাত্ কে এসে পোড়বে, এসব আর
খুলবো না মশায় ?

খদ্য । না, না, কেও আসবে না । (স্বহস্তে
পুরুষবেশ যুক্তকোরে) চলুন ও ঘরে যাই ।

চঃশী । ও বিষয়টা আজ মাপ কোত্তে হবে,
প্রথমে বাড়ীতে, তার পর হোট্টেলে, বিস্তর হয়েছে
মশায় ! শেষে কি এককাণ্ড কোর্বো ?

খদ্য । তা হবেনা একবার যেতেই হবে ?
(চন্ননবিলাশের প্রতি) চন্ননবিলাশ বাবু ! চলুন
মশায় ?

চঃশী । (যোড় হস্তে) যোড় হাত কোরে বোল্‌চি, মাপ করুন মশায় ? (চন্ননবিলাশের প্রতি)
বাবু আর যাবেন না, শেষে কি আবার 'আজ
যেমন দেখা গ্যালো তেমনি হবেন ?

চঃশ । (খদ্যতেশ্বরের প্রতি) বাবু ! আজ
একটা ভারি মজা দেখা গ্যাচে, আমরা উইল-
সনের হোটেল থেকে আস্‌চি, একটা ভদ্র স-
ন্তান দিকি কাপড় চোপড় পরা, মদ খেয়ে নদা-
মায় পড়েচে, চাদিকে লোকে লোকারণ্য । বাবুটী
ঠিক যেন পাত্‌কোঝালা সেজেচেন, তার ভিতরে
আবার তখন কত রঙ্গ ভঙ্গ হোচ্ছে, নদামায় পড়ে
ও বাবু যেন স্বর্গ সুখ ভোগে আছেন, শেষে
পোলিশ সারজন এসে ঝোলায় তুলে দেবার উ-
জ্জ্বল কোরেচে, পাহারাওলায় ঝোলা বাগাচ্ছে,
বাবুটী নদামা থেকে সারজনকে এমনি মিষ্টি
কোরে বেললে ।

“ you have no power ? As now I am not under the control of the Jurisdiction but of the Justices of the Piece. ”

সারজন, শুনে ভারি খুসি হোলো, বাবুটির বাড়ী জিজ্ঞাসা কোরে, আপনি একখানি পালকির ভাড়া দিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে ।

বিদ্রু ! আমিও একবার এক জনকে মাতাল হয়ে রাস্তায় পোড়ে থাকতে দেখেছিলেন, চৌকীদারে, যেমন ঝোলায় কোরে নিয়ে ক্ষণিকটে গ্যাচে, বাবু অমনি ঝোলাতে বাছে যেতেই যেমন নাবিয়ে চে, কর্ত্তা ঝোলা থেকে উঠে এমনি দৌড় দিলে, ধর ধর কোত্তে কোত্তে অমনি উদ্ধাত্ত হয়ে গ্যালো ।

নেপথ্যে । তবে পারফরমেন্স আরম্ভ কোরে দেওয়া যাক ।

খন্দ্য । চলুন আমরা যাই ।

(২য়, দ্বার দিয়া সকলের প্রস্থান ।)



তৃতীয় অঙ্ক ।

(২য়, দ্বার দিয়া বিদুষকের প্রবেশ ।)

বিদু । (স্বগত) কি সর্বনাশ ! এর মধ্যে মদ মুরগী সব নিকেস কোরেচে ? আমি যে আর ক্ষুধাতে দাঁড়াতে পাচ্ছি নে ? (উদরের প্রতি) উদর ! আজ তোমাকে নখের মুড়ী পর্য্যন্ত স্থান পরিসর কোত্তে বোলেছিলেম বোলেই কি এ-মনি হতে হয় ? আমি এই তোমাকে নিছক মুর-গীতে রেক্তার গাথনীর মতন পরিপূর্ণ কোরে সবে কার্টসিন্ অ্যাক্ট কোরে আস্চি, এর মধ্যে তুমি সে গুলিকে কোথা চালান কোলে ? তোমার বাহ্যিক আকার ত অতি সা-মান্য, কিন্তু ভিতরে এত চোরা কুটুরি আছে শর্মা তা জানতেন না ? এখন তোমাকে নিয়ে আমার যে ভারি মুশ্কিল হলো ? কি করি বল দেখি ?

গুরু। (নেপথ্য হইতে) বিদুষক খুব ভাল অ্যাক্ট কোরেচে।

✓বিদু। গুরুজী আস্চেন, এমন হিপোক্রিটেড (hypocrited) আর দুটা নাই। এ দিকে ত্রিকণ্ঠি, তার উপরে পদ্ম বিচির মালা, হীরে-বলী গায়ে, সর্কাস্কে ছাবা কাটা, ওদিকে সুরা-অন্ত প্রাণ। এই “বিদুষক খুব ভাল অ্যাক্ট কোরেচে বোলে মদ খেতে আসচেন।”

(২য়, দ্বার দিয়া গুরুজীর প্রবেশ।)

বিদু। গুরুজি! যার তরে আসা হোচ্ছে, তা আমি কিছু কিছু বুঝি। ওদিকে স্টোর (Store) ওকল্ম হরে গ্যাচে।*

গুরু। বল কি হে? এক ডজন ত্রাণ্ডি, এক ডজন সাম্পেন, এক ডজন রোজলিকর, এক ডজন পোর্ট, এর মধ্যে সব উঠে গ্যালো।

বিদু। তা কৈ মশায়! সবে সাঁইত্রিশ খালি বোতল পড়ে রয়েছে বৈত নয়?

গুরু। বল কি হে? এখন যে এক ডোষ মদ না হলেই নয়? বিদুষক! তুমি কমিকের পাঠ

যেমন অ্যাক্ট কোরে এসেচ, এখন বিনোদকুমার
প্যাখীটিকের পাঠ তেমনি অ্যাক্ট কোচ্ছে ।

বিদু । এবার আমি গিয়ে জয়দেবের পাট
আর কুলের পাট অ্যাক্ট কোরবো ।

গুরু । আমি ইংরেজী জানিনে বোলে বুঝি
ঠাটা হোচ্ছে, যাহোক এখন বিনোদকুমার যে
ইসারা কোরে এক গেলাস মদ নে যেতে বোল্লে
তার কি করি বল দেখি ? বোতল গুলো সব
কি গুণেচো ?

বিদু । গুনেচি বই কি ? তবে সাঁইত্রিশটে
খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে, তার একটাতেও
বিন্দু বিশর্গ কি জীবিশু কোত্তে নাই ।

গুরু । তবে এই গদা খানশামা বেটা এগারো
টা বোতল চুরি কোরে রেখেছে । (বলেই)
গদা ! গদা ! আমর ব্যাটা শুনতেও পায় না যে ?
ও গদা !

গদা । (নিপথ্য হইতে) আজ্ঞে ! যাই ।

(১ম, দ্বার দিয়া গদার প্রবেশ ।)

গুরু । গদা ! মদ সব কি হোলো র্যা ?

গদা । আজ্ঞে আমি তা কেমন কোরে জানবো, আপনারা খাচ্ছেন, আপনারাই বোলতে পারেন, গদাধর আরত মদ খান্না ?

গুরু । মর বেটা ? চার ডজন মদ বেরিয়েচে, তার মধ্যে তিন ডজন একটা বোতল খালী হয়েছে; আর এগারোটা বোতল কি হোলো ।

গদা । বিনোদকুমার বাবু যে ছুটো ভেঙ্গে ফেলেচেন ?

গুরু । তবুত নটা থাকবে ?

গদা । বাবু যে বাড়ীর ভিতর কটা পাঠিয়ে দিলেন ।

গুরু । সে একটা শ্যাম্পল একটা রোজলিকর, আর সাতটা ।

গদা । আমি তা জানিনে মশায় । বারো ভূতে খাচ্ছে কে কোথা বোতল ফেলেচে তারতো ঠিকানা নাই । সুদু বাবুরা খাচ্ছেন নাতো যে আমি জানবো ?

গুরু । তুই জান্বিনেত কে জানবে ? তুই বেটাই নেগে সরিয়ে রেখেচিস ? যা এখন শিগ-গির এনে দে ?

গদা। আমিত রাখিনে মশায় কোথেকে আনবো বলুন ?

বিদু। (গদার দাড়ী ধরে) লক্ষ্মী বাপ আমার, রেখে থাক যদি শিগির এনে দাও, আমাদের প্রাণ আর বাঁচছে না ? আর তুমিত জান, এখন আর বার করবার খো নাই।

গদা। আমি রাখি নে মশায় ?

গুরু। তুই রাখিসনেত কি বোতল কটা উড়ে গ্যালো ? বিদুষক ! ও ব্যাটা সহজ লোক নয় তা আমি জানি ? হয় বাবুকে না হয় ম্যানেজার গবচন্দ্র বাবুকে ডাক।

গদা। মশায় ! আমিত মদ খাইনে, যে মদ মুদ্র বোতল রাখবো ?

গুরু। ব্যাটা ! খাও কি না খাও তা ধর্ম জানে আর তুই জানিস। এখন বোতল কটা আনবি কি না বল ?

গদা। আমি তেল রাখতে কেবল কটা খালী বোতল নে গেচি মশায় ?

গুরু। খালী বোতল তুই কবে না নিস, তা আজ এখন নে গেলি কেন ? (ক্ষণেক নিরব)

আচ্ছা ! কৈ কি খালী বোতল নে গেচিস আন দেখি ?

গদা । যে আছে ।

(১ম, দ্বার দিয়া গদার প্রস্থান ।)

বিদু । মহাশয় ! বোধ করি ঐ ব্যাটাই নেগে খালী কোরেচে ।

গুরু । তা এখন পারে নি, তা হলে ওর মুখে গন্ধ বেরুত ।

বিদু । মশায় ! মাতালে কি মাতালের মুখের মদের গন্ধ পায় ? কই আপনি কি আমার মুখের গন্ধ পাচ্ছেন ?

গুরু । (মুখ ঝুঁখে) ঠিক কথা, আমি তোমার মুখের কিছু গন্ধ পাচ্ছি নে ?

বিদু । আজ কেবল মুখ নষ্ট করা হোলো, নেশা কেমন তা জান্তে পাল্লেম না ।

(১ম, দ্বার দিয়া ওলডমের ৭টা, বোতল সহ গদার প্রবেশ ।)

গুরু । মর ব্যাটা ! এই তোমার আজকের বোতল ; ওলটম সেরি কি আজ বেরিয়েচে, যে এ বোতল নিয়ে এলি ? এখন ভালয়২ বোতল

কটা আনিস্ তো আন্, নতুবা এখনি বাবুকে
বোলে তোর সৰ্বনাশ কোরবো।

গদা। গুরুজি! বাবুকে আর বোলবেন না?
আমি এখনি এনে দিচ্ছি।

(১ম, দ্বার দিয়া গদার প্রস্থান।)

(২য়, দ্বার দিয়া স্ত্রীব্রেশে বিনোদকুমারের প্রবেশ।)

বিনো। গুরুজি। আপনি কি এক গেলাস
মদ নিতে এসে বোতল চাপা পড়লেন না কি?

গুরু। না হে গদা ব্যাটা মদ সব চুরি কোরে
রেখেচে, বেটাকে সটে পটে ধোন্তে তবে কবুল
গিয়ে আনতে গ্যাচে।

বিহু। গদা ব্যাটা আজও গ্যালো, কালোও
গ্যালো, আমিত আর কোনমতে অপেক্ষা
কোত্তে পাচ্ছি নে? সাদাচকে বিদুষকের পাট
অ্যান্ট করাও বড় সহজ কথা নয়? লজ্জার মাথা
না খেলে লোকে আর বিদুষক সাজতে পারে না?

নেপথ্যে। বিদুষক! শিগ্গির এস হে।

বিহু। মশায়! আর থাকতে পাল্লেম না,
চল্লেম।

(২য়, দ্বার দিয়া বিদুষকের প্রস্থান।)

বিনোদ । গুরুজি ! এ ভারি খারাপ হচ্ছে, এক গেলাস মদ চাইলে এক ঘণ্টায় পাওয়া যায় না এতে কি থিয়েটার হয় ? আজ যা হবার হোলো, আমিত আর আস্চি নে ।

গুরু । বিনোদকুমার ! রাগ কোরো না বাবা ? অ্যাক্ট বড় চমৎকার হচ্ছে, মনের মধ্যে রাগ হোলে 'মোসন খারাপ' হয়ে সব মাটি হবে । গদা ব্যাটা মদ চুরি কোল্লে, বাবুর উপর রাগ করা অনোচিত । আচ্ছা আমি আপনি গিয়ে এখনি মদ আচ্ছি ।

(১নং দ্বার দিয়া পাচটা বোতল সহ গদার প্রবেশ ।)

বিনো । এই যে নবাব পুত্র এলেন ।

গদা । গুরুজি ! দুটা বোতল খরচ হয়ে গ্যাচে, আপনার পায়ে ধোরে বোল্চি মাপ করবেন ।

বিনো । গুরুজির পায়ে ধর'বি ? ছুর ব্যাটা এমন কাযও করে ? পাপে যে নরকে ডুবে মোরবি ?

গদা । গুরুজি ! যোড় হাত কোরে বোল্চি, বাবুকে বোলবেন না ?

গুরু । নারে না তুই এখন জানা ?

বিনো । বল্বে না ? আমি এখনি গিয়ে বাবুকে বোল্‌চি ? চুরি কি র্যা ব্যাটা ? চোরকে কি মাপ কোত্তে আছে ? বিশেষতঃ তুই ব্যাটা যে সময়ে মদ চুরি কোরেচিস্, তোর গলা কাটলেও রাগ পড়ে না ?

গদা । বিনোদকুমার বাবু ! আপনারা মনিব, সব কোত্তে পাবেন, গরিবের অন্নটি মারবেন্ না ?

বিনো । খবরদার ! বারদিগর এমন কাজ হলে মাপ হবে না ।

গদা । যে আজ্ঞে, তামাক কি এখন আন্বো ?

বিনো । না, তামাক এখন চাইনে, ভাল জল আন দেখি ? (গুরুজির প্রতি) ব্যাটা মদ চুরি কোরে খোয়ারি কোরে দিয়েচে, আগে একটু মদ খেলে আর এ টা ঘোট্‌তো না ?

গুরু । বিনোদকুমার বাবু ! এখন আর জল খাবেন না ? তা হলে ভারি অসুখ হবে । একটু মদ খেলে খোয়ারি কেটে যাবে আর কোন অসুখ থাকবে না । (গদার প্রতি) নারে গদা,

এখন আর কিছু চাই নে ? কেবল বোতল কটা ছোট ঘরে রেখে তুই যা ।

গদা । যে আজে । (যেতে যেতে স্বগত)
বাবু এক তাল থিয়াটার করেছে বাবু ? পাঁচ ব্যাটার খোবামোদ কোত্তে২ প্রাণ টা গ্যালো ? এ আপদ উঠে গ্যালেই বাঁচি ।

(২য়, দ্বার দিয়া বোতল সহ গদার প্রস্থান ।)

বিনো । গুরুজি ! পাজী ব্যাটার আক্কেল দেখেচেন ? মদের বোতল সাতটা এর মধ্যে সাতটিয়ে রেখেচে ? আমার এমনি রাগ হয়েছিল যে ব্যাটারকে এখনি পুলিশে চালান কোরে দি ? অনেক কোরে পায়ে হাতে ধোলো তাই কিছু বোল্লেম না ? কিন্তু চোরকে মায়া কোত্তে নাই, আর চোর চাকর পুৰতেও নাই । চোর ব্যাটারা অনায়াসেই সৰ্বনাশ কোরে বসে ।

গুরু । তা আর একবার বোল্তে ? কিন্তু খদ্যতেশ্বর বাবু কি ম্যানেজার গবচন্দ্র বাবু শুনলে আজ একটা কাণ্ড কোত্তেন ।

(২য়, দ্বার দিয়া শিশুপাল বাবুর প্রবেশ)

শি । (গুরুজীর প্রতি) গুরুজি ! অ্যাক্ট কেমন চমৎকার হচ্ছে বলুন ? “ ইদৃশী নচ দৃশ্যতে ” আপনি বেশ জানবেন এমন আর কোথাও হয় না ? অনেকেই নাটক কোত্তে গিয়ে লোক ঢলিয়ে বসে, পবলিকে মদের ঢালওয়া কাণ্ড কোরে কেবল মাত্লামো করে । আমাদের মদের বিষয়টীতে কেমন ধরা কাট দেখুন ? মদ যে চোল্চে অপর লোকে কেও জান্তে পাচ্ছে না । “ ন জানন্তি জন প্রাণী ” ।

গুরু । এখানকার সকলি ভাল, কোন বিষয়ই নিন্দার নয় ? আর নিন্দেই হবে কেন বলুন ? টাকা খরচ কোলে কি নিন্দে থাকে ?

শি । আপনি কিছু কিছু বোঝেন, “ অর্থেন সর্বেবশা ” (হাহা কোরে হাস্য কোরে) গুরুজি ! আর জানেন ? যে টাকা নিতে একটু কঁাই কঁুই করে, তাকে কাপড় যোড়াটা চাদর যোড়াটা হোলো একটা আংটি দিয়েও বাবু তার মাথা খেয়ে দ্যান্ ।

গুরু । তা আর কি আমি বুঝিনে ?

শি । (বিনোদকুমারের গাল টীপে) বিনোদ

বাবু ! তুমি ভাই খুব ভাল অ্যাক্ট কোচ্ছ ? অডি এন্সেরা তোমার খুব প্রসংশা কোচ্ছে ।

গুরু । বিনোদকুমারের কথা ছেড়ে দিন, ও যেমন অ্যাক্ট করে ওমন আর দুটি ছেলে থাকলে যে কি হোতো তা আর বোলতে পারিনে ?

শি ।, ওগো আমাদের ও বিনোদকুমারই “ একং রামং শতং ”

গুরু । (স্বগত) ইনি সংস্কৃত সওয়ায় আর কথা কন্ না ? ভাল এক অনুস্বার মুখস্থ কোরে রেখেচেন ।

শি । চুপ কোরে রইলেন যে ? “ বাক্যং ব-দন্তিং ”

গুরু । মশায় ! যা বলেন তা সত্য, বিনোদ-কুমার আমাদের একলাই অ্যাক্শো ।

শিশু । গুরুজি ! অহংগচ্ছন্তিং এখন চল্লেম ।

গুরু । সেকি মশায় ? আজ আর কি যাওয়া হতে পারে ?

শিশু । না গো ? রাত জাগ্লে আমার অ-ত্যন্ত অসুখ হয় । “ আত্মানাং সততং রক্ষণং ”

গুরু । এক দিনে আর কোন অসুখ হবে না ?

শিশু। রাত জাগাটী আমার কোন ক্রমেই
সয় না। অসহ্য রাত্র জাগন্তি নচ সহকদাচনং।

গুরু। তবে আর কি বোলবো! আপনার
বিবেচনায় যাহা ভাল হয় করুন, কিন্তু খদ্দতেশ্বর
বাবুকে বোলে যাবেন।

শিশু। তিনি আমার পরম বন্ধু, তাঁকে আর
বোলে যাব না? তবে 'চল্লেম মশায়?'।

(১ম, দ্বার দিয়া শিশুপালের প্রস্থান)

বিনো। এখন চলুন, একটু রকমারি করা
যাক্গে? আবার আমাকে ঐখনি তলপ হবে।
তবে একটু সুবিধে আছে যে সেজে তোয়ের
হয়ে আছি।

গুরু। তবে চল বাবু আর বিলম্ব করা নয়।

বিনো। বিছুষক একটু ডিরিঙ্ক কোরে
গ্যালে খুব ভাল হোতো? একে বিছুষক তাতে
খোয়ারিতে যে কি কোচ্ছে তা বোলতে পাচ্চিনে?

গুরু। আর শেষ হয়ে এসেচে।

বিনো। এবার আমি গিয়ে অ্যাঙ্ক কোরে
ফিরে এলেই শেষ যবনিকা পতন হবে। এখন
চলুন দু এক ডোষ লওয়া যাক্গে?

গুরু । চল ভাই ।

✓বিনো । আপনিও ভারি মজা কোচ্ছেন ? এক বার “ ভাই ” এক বার “ বাবা ” যা মনে আসচে তাই বোলছেন ।

গুরু । বিনোদকুমার ! “ বহু সম্পর্ক যারা বেঁচে থাক তারা ” একথাটা তো জানিস ? তাই তোকে একবার ভাই একবার বাবা বোলে বহু সম্পর্ক পাতিয়ে বেঁচে থাকতে বোলছি । বাবা ! চিরজীবি হয়ে থাক, তুই বড় সরেশ অ্যাঙ্কট করিস । ✓

বিনো । সে আপনার আশীর্বাদ । এখন তবে চলুন ।

গুরু । বিনোদকুমার তুমি আপনার মতন-সই খেয়ে অ্যাঙ্কট করগে, আমি একটু পরে যাচ্ছি ।

বিনো । যে আজ্ঞে ।

(২য়, দ্বার দিয়া বিনোদকুমারের প্রস্থান)

গুরু । এবার একবার বিদুষক এলে হয়, দেখা যাবে কত মদ খেতে পারে ।

(২য়, দ্বার দিয়া বিদুষকের প্রবেশ)

বিহু । গুরুজি ! বিনোদকুমার যে অ্যাঙ্ক কোচ্ছে, তা আর কি বোলবো ? চাদ্দিগে লোক সব নিস্তন্ধ হোয়ে আছে, কেবল থেকে থেকে কেলাপ উঠ্চে । আজকের পারফরমেন্স বড় চমৎকার হোলো ।

(২য়, দ্বার দিয়া খদ্যভেশ্বর ও উন্মত্ত মূর্তি
বিনোদকুমারে প্রবেশ)

বিনো । (শুয়ে পড়ে) বাবু ! তুমি আমার মাকে আনাও, আমি আর কোন ক্রমেই বাঁচবোনা ! আমার বুকের ভিতর কেমন কেমন কোচ্ছে গো ? ওমা তুই কোথা রইলি মলুম গো । হায় ! হায় ! আমার মায়ের যে আর কেও নাই গো ?

খদ্য । বিনোদকুমার ! স্থির হও, ভয় কি ! (নেপথ্যের দিকে) গদা ! শিগ্গির গোলাপ জলের বোতলটা আর পাকা একখানা আন্ত ?

বিনো । (পা হাত্ আচড়ে) ও বাপরে কি হোলোরে ! মা কে কি আমার আন্বে না ?

(নেপথ্যে) এই শ্রদ্ধ গড়ালো আর কি ?
এ না হলে কি থিয়েটার মানায় ।

(১ম, দ্বার দিয়া গোলাপজল ও পাখা সহ গদার প্রবেশ)

খদ্দা । (বোতলটা লয়ে বিনোদকুমারের মস্তকে গোলাপ জল দিয়ে) তোমরা একটু হাওয়া ছেড়ে দাও দেখি ? বিতুষক ! তোমরা সকলে তাই এখন এখান থেকে যাও ? (গুরুজীর প্রতি) গুরুজি ! আপনি একটু বাতাস করুন ?

(খদ্যতেশ্বর গুরুজী ও বিনোদকুমার ব্যতীত ১ম, দ্বার দিয়া)
(সকলের প্রস্থান)

(বিনোদকুমারের মস্তকে খদ্যতেশ্বরের গোলাপ জল প্রদান ।)
(গুরুজী ব্যজনী লইয়া ব্যজন)

বিনো । (পা হাত ছুঁড়ে) ও বাবারে (ক্ষণেক পরে) ও বাবারে । ও মা মলুম গো ।

গুরু । মশায় ! এমনি কোরেতো দম্ আট্কে মারা যাবেনা ? আমার ভারি ভাবনা হোচ্ছে ?

খদ্য । ছেলে মানুষ, মনের মধ্যে ভয় হয়েছে, যতটা কোচ্ছে নেশা কিন্তু তত হয়নি ? এখন একটু ঘুমুলেই সেরে যাবে ।

(ব্যজন গোলাপ জল দেওন ও বিনোদকুমারের
নিদ্রা আক্রমণ)

খদ্য। গুরুজি : রাত্রি আর নাই, আমি এখন বাড়ির ভিতর চলেম, গদাকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি ?

(১ম, দ্বার দিয়া খদ্যতেশ্বরের প্রস্থান)

(১ম, দ্বার দিয়া গদার প্রবেশ)

(২য়, দ্বার দিয়া সকলের প্রস্থান)

(তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত)

চতুর্থ অঙ্ক ।

(খদ্দতেশ্বর বাবুর বৈঠকখানার দালান ।)

(১ম, দ্বার দিয়া বৈষ্ণবদাসির প্রবেশ)

বৈষ্ণ । রাধাশ্রাম ! গৌর রূপাকর ।

“ হরিনাম বিনে জীবের গতি নাহি আর ।

কলিতে সে হরি আমার গৌর অবতার ” ॥

নিতাইচাঁদ দয়াকর ।

বাবু বুঝি এখন উঠেন নি ? বেলাও আরত
নাই ? আজ আর বুঝি বাগানে যাবেন না ?
গুরুজি টুরুজি কাকেও যে দেখতে পাচ্চিনে ?
রকম খানা কি ? এমন নিরুজ্জন ত কখন দে-
খিনে ?

(১ম, দ্বার দিয়া গদার প্রবেশ)

গদা । বৈষ্ণব ঠাকরন্ ! এখন ওদিকে যেওনা ?
বাবু কাল রাত জেগেচেন, ঘুমভাংলে তারি ব্য-
জার হবেন ।

বৈষ্ণৱ ! গদাধর ! বাবু ফাল কোথা রাত্ জেগে-
চেন র্যা।

গদা। বাড়ীতে জেগেচেন আর কোথা জাগ-
বেন ?

বৈষ্ণৱ ! কেন ! বাবু'ত দশটার মধ্যে শোন,
তবে এত রাত্ জাগলেন কেন ! বাড়ীতে কাল কি
কিছু ছেল নাকি ?

গদা। বাড়ীতে কাল যে থিয়োটর হলো ?

বৈষ্ণৱ ! ওমা ! আমি দেখতে পেলেম না ?
বাবু যে আমাকে দেখাবেন বোলে ছিলেন ?

গদা। তুমি তার কি বুঝতে ? “ সে নদে
ছেড়ে নিমাই আমার সন্নাশে গ্যালো ” তা নয়।

বৈষ্ণৱ ! ওরে আমি বই পোড়তে পারি, ও সব
কিছু কিছু বুঝি। খপর পেলেও যে আস্তেম র্যা ?

গদা। তা আর আসবার যো ছিলনা। টিকিট
হয়ে ছিল। যে টিকিট এনেছিল সেই ভিতরে
ঢুকেচে, এ সওয়ায় কত ভদ্রলোক পর্যন্ত গলা
ধাক্কা খেয়ে গ্যাচে।

বৈষ্ণৱ ! ওরে আমি এলে আর তা হতোনা,
বাবু কত আদর কোরে আমাকে আনতেন।

গদা । বৈষ্ণব ঠাকুরণ্ ! কাল যদি কোন যোগাড় কোরে এসে ঢুকতে পাতে তা হলে ভারি মজা হতো ? মদ মুরগীর ঢালওয়াকাণ্ডগ্যাচে ?

বৈষ্ণ । (কাণে হাত দিয়ে) গৌর ! গৌর ! গৌরচাঁদ তুমি কলীর মালিক থান্ডে এসব আবার কি ঠাকুর ?

গদা । মুরগীতে কাল তোমার পেট ভরিয়ে দিতেম ? আর মদটাও মনের সাথে খেতে, নিছক বিলিতি মদ ?

বৈষ্ণ । মুখে আগুণ তোমার ! গলিত কুষ্টি ধোরবে ? মুখে পোকা পোড়বে ?

খন্দ্য । (নেপথ্যে) গদা !

গদা । আজ্ঞে ! স্বাই ।

(২য়, দ্বার দিয়া গদার প্রস্থান)

বৈষ্ণ । বাবু ! ঘুম কি ভাংলো ?

খদ্দ । (নেপথ্যে) কেও, বৈষ্ণব ঠাকুরণ্ না কি ? কতক্ষণ ।

বৈষ্ণ । অনেকক্ষণ এসেচি বাবু ?

খদ্দ । (প্রবেশ) তবে কি মনে কোরে ?

বৈষ্ণৱ । এই আপনাকে একবার দেখতে এলেম ?

খদ্য । গদা ! একখানা কেনারা দেত ?

(২য়, দ্বার দিয়া কেনারা সহ গদার প্রবেশ ।)

(১ম, দ্বার দিয়া গদার প্রস্থান ।)

(খদ্যতেশ্বরের উপবেশন ।)

✓ খদ্য । তবে, বৈষ্ণৱ ঠাকরণ ! তোমার মুখ খানাই কেবল সার ? কাজে কিন্তু কিছু হয় না ?

বৈষ্ণৱ । কেন বাবু ?

খদ্য । কৈ ! কি কোলে বল ? রামতারকের কোড়ে রাঁড়ী বনটার কিছুই কোত্তে পাল্লেনা ? লাভে হতে কত গুলো টাকা গ্যালো । গোবিন্দ কোলের মেয়েটাও হস্তগত হোলোনা ? মেদো কলুর মাগটারো কিছু কোত্তে পাচ্চনা ?

বৈষ্ণৱ । বাবু ! একি মুখের কথা যে বল্লোই হবে ? এই মেদো কলুর মাগকে কত লোভ দেখিয়ে কত ফাঁস ফাঁস দিয়ে, তবে আজ হস্তগত কোরেচি । তাও সে বৈঠকখানায় আসতে পারবেনা ? তার ননদের বিয়ারাম হয়েছে, মেদো আর তার মা তাকে দেখতে গ্যাচে, এখন আর

তিন চার দিন আসবে'না । আজ আপনাকে
মেদোর বাড়ী নে যাবো বলেই তাই এলেম ।

খদ্য । বৈষ্ণব ঠাকরণ বল কি ? এমন দিন
কি হবে ?

(১ম, দ্বার দিয়া তামাক সেজে গদার প্রবেশ)

গদ্য । (আলবোলা রেখে তামাকে ফুঁ দিয়ে
বাবুকে দেওয়া)

খদ্য । (তামাক খাওয়া)

বৈষ্ণ । বাবু ! কাল থিয়েটার কল্লেন আমা-
কে আর দেখালেন না ?

খদ্য । ওটা আমার দোষ নয়, গুরুজীর ভুল ।
আচ্ছা ! এবার যে দিন হবে আগে তোমাকে
টিকিট দোব ।

(১ম, দ্বার দিয়া গদার প্রস্থান ।)

বৈষ্ণ । বাবু ! কাল মদ মুরগীর ঢালওয়া কাণ্ড
কোল্লেন; আমরা কি ছুখানা লুচির প্রত্যাশী
হলেম না ?

খদ্য । গদ্য ! দাওনজীর কাছে থেকে বৈ-
ষ্ণব ঠাকরণকে দশটা টাকা এনে দেত ।

গদা। (নেপথ্যে) যে'আজ্ঞে।

(১ম, দ্বার দিয়া মুদ্রাসহ গদার প্রবেশ ও বৈষ্ণবীর হস্তে টাকা দিয়ে প্রস্থান।)

খদ্য। কেমন, পেটতো ভোরবে ?

বৈষ্ণ। বাবু! এ পোড়া পেটের কথা আর কেন বলেন, দু'হাজার পাঁচ হাজার যা ছিল সব এই বাকড়ে ভরেচি, তবু আর পেটের জ্বালা গ্যালোনা। এমন হবে জান্লে কি সব পেটে দি? মনে কোরেছিলেম কদিন আর বাঁচবো, মরে গ্যা'লে ভুতে খাবে বৈত নয়? আপনি খেয়ে নি? বাবু! মদ মাসে পাঁচটী হাজার টাকা গ্যা'চে।

খদ্য। এখন আর ও সব চলে।

বৈষ্ণ। ভেক নিয়ে পর্যন্ত, বচর পাঁচেক আর ওসব হয় নি।

খদ্য। খেতে টেতে ইচ্ছে হয়?

বৈষ্ণ। কথা বার্তা পোড়লে একবার একবার মন্টা নেচে ওঠে।

খদ্য। তবে ফের কেঁচে বোসো না কেন?

বৈষ্ণ। না বাবু! দশজন ভদ্রলোকের মেয়ে-

দের কাছে যাই, তাদের লেখা পড়া শেখাই, এখন ওকাজ কোলে কোন দিন্ কে দেখলে সে ভাত ভিক্ষাটি যাবে ।

খদ্য । তাকে পারা যাবে, তোমার ভাতের ভাবনা কি ? মুরাদআলীকে কুঁকড়ো রাঁধতে বলি, এখান থেকে খেয়ে দেয়ে সন্ধ্যার পর মেদো কলুর বাড়ী যাওয়া যাবে ।

বৈষ্ণব । মুরগি খাব না বাবু ? এখনো অতদূর পর্যন্ত হয়নি । পাঠা হাঁসের ডিম হাঁস কাঁকড়া টাকড়া খেয়েচি, শেষটায় আর ওটা খেয়ে কেন পরকালটা খাব ।

খদ্য । তুমি পাগল, মদ খেলে আর কি খাবার দাবার বিচার, কোত্তে হয় ? তব্বে, “পঞ্চ মকার” বলে, এখন মুরগী নিয়ে ষষ্ঠ মকার হয়েছে । আমি তয়ার করাই, তোমার এক খানা মুখে দিয়ে রুচী হলে খেও, নতুবা খেয়ে কাজকি ।

বৈষ্ণব । মুরগীটে বরঞ্চ রুচি হচ্ছে, মুরাদআলিরাদ্বে বোল্চেন ঐতো আবার মুষ্কিল দেখ্চি ।

খদ্য । মুরাদআলিত মকার ছাড়া নয়, ষষ্ঠ

বলেচি না হয় সগুণ হোঁলো, আর ওরা মুস্লিম
আসানের জাত, মুস্লিম কি হবে আশানই হবে ।

বৈষ্ণৱ । বাবু ! তবে যদি বলেন, আমার হরি
নামের কাছে কিছুই নাই, আপনাদের তত্ত্ব কত্ত্ব
কোথায় লাগে, একবার হরিকে ডাকলেই কন্মে
ফতে কোরে দেওয়া যাবে । (মাৎস্ত্রে)

পরদার রহস্যযুক্ত পর প্রকৃত কারকং ।

মৎ স্তোত্রান্মুক্তি নাপ্রোতি হরিনামানুকীর্ণনাং ॥

পতিভং স্তলিতস্বাত্ত্ব স্তম্ভাবারি বশোগুণং ।

হরয়ে নামঃ ইত্যুচ্চৈ নুচ্যতে ঘোর কলিষাৎ ॥

খদ্য । তবে আরতো কোন কথাই নাই ?
আর আমি দেখেচি, মাংস মসলমানে যেমন
রাঁধে এমন আর কোন জাতিতে পারে না ।
আর ওরা বড় সভ্য জাৎ, একটা গরিব মসল-
মানের যে সহবৎ আছে বড় মানুষ অনেক হিঁ-
ছুতে তা জানে না ।

বৈষ্ণৱ । বাবু ! তবে কেন আপনারা মোসল-
মানী চলে চলেন না ?

খদ্য । আমরা, না হিঁছু না মসলমান, না
সাহেব না কীরিষ্টান্ ।

বৈষ্ণৱ । তবে তোমরা কি বাবু ?

(নেপথ্যে বিদুষকের প্রবেশ)

ইয়ং বেঙ্গল ইয়ং বেঙ্গল ।

বঙ্গোদেশের মুখোজ্জ্বল ॥

খদ্য । বিদুষক আসচে, ওকে আজকের কোন বিষয় জানানো হবেনা । আমি চুপুচুপী মুরাদ-আলিকে কু কড়ো প্রস্তুত কোত্তে বলিগে ।

(১ম, দ্বার দিয়া খদ্যতেখরের প্রস্থান)

(১ম, দ্বার দিয়া বিদুষকের প্রবেশ)

বিদ্যু । (বৈষ্ণৱিকে দেখে) ইস ! বৈষ্ণৱ ঠাক-রণ যে ? তোমার নাকের রসকলি আর হাতের হরিনামের ঝুলি দেখে মাইরি আমার ভেক নিতে ইচ্ছে কোচ্ছে*। কি বল ।

বৈষ্ণৱ । এখন যার সঙ্গে প্রেম কোরেচি, বল তাঁকেই যেন পাই ।

বিদ্যু । কার সঙ্গে প্রেম কোরেচ তাই ।

বৈষ্ণৱ । “ অমল কমল বক্সং গৌরমস্তোজ নেত্রং,

মধুর মধুর হাস্যং চাক্ষু কন্দর্পবেশং ।

সুর নর মুনি বন্দ্য চৈতন্যচন্দ্রং কৃষ্ণং,

দলিত নটল শক্তিং তং ভজ্যেৎ প্রেমমুর্তিং । ”

বিদ্যু । তবে আমাদের দশা কি হবে তাই ?

বৈষ্ণৱ । মুখে আগুণ তোমার ।

বিহু । তোমার দিকি, তোমার মাথা খাই,
কোন শালা মিথ্যে বোলচে ।

বৈষ্ণৱ । আর কি বৈষ্ণৱি ও পথে আছে ?
এখন গৌরাং রূপা কোলে শত্রুরের মুখে ছাই
দিয়ে চোলে যাই ।

বিহু । বালাই ! তোমার শত্রুর যাক্ । বৈষ্ণৱ
ঠাকরণ ! তোমার হরিণামের মালা ছড়াটা
আমাকে একবার দাও দেখি গলায় পোলে
কেমন দেখায় দেখি ।

বৈষ্ণৱ । (মালা লইয়া বিহুশকের গলে প্রদান)

বিহু । (বুকের দিকে দেখে) বা ! এ এক
রকম মন্দ দেখাচ্ছেনা, আচ্ছা বৈষ্ণৱ ঠাকরণ !
তুমি একবার পর দেখি, দেখি কেমন দেখায় ।
(বৈষ্ণৱির গলায় দিয়ে) আমাদের এ এক রকম
কণ্ঠবদল হোলো, একজন গোসাইকে পাঁচ শিকে
ভোগের ফেলে দিলেই হবে ।

✓ বৈষ্ণৱ । বিহুশক ! বড় জ্বালাচ্চিস ?

বিহু । তুমি আরো আমাকে দৃষ্টি পোড়ায়
পোড়াচ্ছ ; এখন উপায় কি বল দেখি ? বৈষ্ণৱ

দাসি ! তুমি ভাই ফের' একবার কেচে বোসো ।
তা না হলে আমার আর রক্ষা নাই । এমন রূপত
কখন দেখিনি, স্বর্গ বিদ্যাধরিরে রূপবতী সত্য,
কিন্তু তোমার যোগ্য হবেনা ? অপ্সরদের কথা
কি বোলবো, কন্দর্প পত্নী রতি তোমাকে দেখলে
সরমে মুখ তুলতে পারেনা । তোমাকে গৌর
রূপা করুন তুমি আমাকে দয়া কর ।

বৈষ্ণব । কিরে ! তোর যে কথার ভাব ভক্তি
বুঝতে পাচ্চিনে, সত্যি কি মিথ্যা বল দেখি ?

বিহু । আমার যা হোচ্ছে তা ধর্ম জানে, আর
আমি জান্চি, এক হাতে যে তালি বাজে এমনত
কখন দেখিনি । (স্বগত) মুখে আগুন তোমার,
মোরবে কবে ? যক্ষ কি ভুলে আছে নাকি ?

বৈষ্ণব । তবে আজকের কথা নয়, কাল আমার
সঙ্গে দেখা করিস, মাথা খাস, মরামুখ দেখিস,
ওরে তোর ছু'এক কথাতেই আমি এক রকম বুঝে
নিয়েচি, খুলে আর বোলবো কি ? আমি কিছু
কিছু বুঝি ।

বিহু । আমিও কিছু কিছু বুঝি বলেইতো
বোলে ফেল্লেম ।

(১ম, দ্বার দিয়া খদ্যাতেস্বরের প্রবেশ)

বিহু। এলেন! যে সেই ভাল, আমরা মনেই
কোরেছিলেম যে আর আসবেন না। আজ শরীর
বড় অনুখ আছে, চল্লম মশায়।

খদ্যা। কাল যেন দেখা হয়।

বিহু। বৈষ্ণব ঠাকরণ! উঠুন তবে, যতক্ষণ
দেখতে দেখতে যাই, ততক্ষণই ভাল, অদর্শন হলে
যে কি সর্বনাশ হবে তা আর বোলতে পাচ্চিনে।

খদ্যা। বৈষ্ণব ঠাকরণের সমস্ত দিন খাওয়া
হয়নি, বাড়ীর ভিতর হতে খেয়ে যাবেন।

বিহু। বাইরে খাওয়া দাওয়ার উজ্জ গ কো-
ল্লোইতো হোতো, দিকি মদ মুরগী চোলতো
মাঝে থেকে বৈষ্ণব ঠাকুরণের পেসাদ পাওয়া
যেত।

খদ্যা। বৈষ্ণব ঠাকরণ যে সে দিকে নাই, মদ
কুঁকড়োর নামেই অমনি কানে হাত দিয়ে রাখা
শ্রামকে ডেকে বসেন।

বিহু। ও বৈষ্ণব ঠাকরণ! তবে যে এতক্ষণ
বুথা বকে মলেম। মদ মুরগী না খেলে আমার
সঙ্গে বোনুবে কেন?

বৈষ্ণব । ওরে আজ .তুই ব্যাডী যানা, তুই যদি আমার হোস্, তা হলে তার তরে আর আটকাবে না । এ তেমন বৈষ্ণব ঠাকরণ নয়, সকল রকমই কিছু কিছু বুঝি ।

বিদ্ব । তাই বল । তবে আমি চল্লেম এখন । কাল দেখা কোরবো । (খদ্যোতেশ্বরের প্রতি) আজ তবে আসি ।

খদ্য । এস ভাই । (Shake hand.) করস্পর্শ ।

(১ম দ্বার দিয়া বিদুষকের প্রস্থান)

খদ্য । বৈষ্ণব ঠাকরণ ! আর বিলম্ব কোচ্ছেন কেন ? মুরাদআলি ঘরের ভিতর সব রেখে গ্যাচে ।

বৈষ্ণব । আপনি একশবার “ মুরাদআলি মুরাদআলি ” করবেন না । মুরাদআলির নাম শুনলে এখন আমার বুক চোম্কে ওঠে ।

খদ্য । কেন বল দেখি ?

বৈষ্ণব । আপনার কাছে আর বোল্তে কি ? “ মুরাদআলী ” আমার বড় ভেয়ের নাম, আমি খান্কি হয়ে বেরিয়ে এসে প্রথম বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিশে গেছ্লেম । বেশ দশ টাকার বিষয়

কোরেছিলেন, কত বায়ুন কায়েত ও অপরহ
 হিঁদুদের যে মদে ভাতে খাইয়েচি তা আর
 বোলতে পারিনে। শেষে আপনি না বুঝে চো-
 লতে পেরে বিষয় আশয় গুলী খুইয়ে অগত্যা এই
 ভেক নিয়েচি। এখন পক্ষে কত লোকের সঙ্গে
 খাচ্চি। যা হোক এখন রাধাশ্রাম দয়া করুন,
 যেটা ধোরেচি সেটা আর ছাড়বো না। গৌরাং !
 দিনহীন কাঙ্গালিনীকে দয়া করুন।

খদ্য। তা করবেন, এখন চল।

বৈষ্ণৱ। হরিনাম! এখন তুমি ছকে ঝোলো।

খদ্য। তা হবেনা, মালা তোমায় গলায় পোত্তে
 হবে, তা হলে বেশ দেখাবে।

বৈষ্ণৱ। (স্বগত) বাবু আবার বেশ দেখাবে
 বোল্চেন কেন? যখন যার কপাল ধরে এমনিই
 কি হয়? বিদুষককেত এক রকম হাত কোরেচি,
 ইনি তেমন হোলে আর বলা কওয়া নাই।

খদ্য। ভাব্চো কি? হরিনামের মালা তোমায়
 গলায় পোত্তেই হবে?

বৈষ্ণৱ। তাতে আর আটক কি? আপনার

চোকে যদি ভাল দেখায় তবে এই পল্লেম ।
(মালা পরণ)

খদ্য । আমরা যাই ! তুমি এমন মালাও
ঝুলির ভিতর রাখ ! তোমাকে কি যে দেখাচ্ছে
তা আর কি বোলবো ।

বৈষ্ণ । বাবু ! রাত্রি কত, আমাকে আবার
এ রাত্রে ঘরে যেতে হবে ।

খদ্য । রাত্রি দশটা বাজে । আজ আর ঘরে
যাবেন কেন ? মেদো কলুর বাড়ীতেই থাকবেন ?
সকাল বেলা গাড়ী কোরে পাঠিয়ে দোব ।

বৈষ্ণ । তার আর আটক কি ? (স্বগত) ঐ
কলুবোয়ের উপরের মনটা আমার উপর পড়ে ?
ছুদিন দশ দিন এলে গ্যালেই গুচিয়ে নোব, আ-
মিত এবিষয়ের রকম সকম এক রকম কিছু কিছু
বুঝি ।

খদ্য । তবে চল এখন । আর একটা কথা
জিজ্ঞাসা করি, খুতি চাদর পোরে যাব না পো-
ষাক পোরবো ।

বৈষ্ণ । ভাল পোষাক পোরে যাওয়াই ভাল,

তারা ছোট লোক কি না ? পোষাক, টোষাক
দেখলেই যমকালো বোধ কোরবে ।

খদ্য । (নেপথ্যের দিকে) গদা ।

(১ম দ্বার দিয়া গদার প্রবেশ)

খদ্য । গদা ! এ দিকে যেন কেও এসেনা ।
(বৈষ্ণবির প্রতি) চল তবে ।

(১ম দ্বার দিয়া খদ্যতেশ্বর ও বৈষ্ণবির প্রস্থান)

গদা । (স্বগত) আজ যে তারি রগড়, বৈষ্ণমী
মাগির সঙ্গে যে বেতর গোচ মাখামাখি দেখ্‌ছি ।
ওতো মদ মুরগির নামে কানে হাত দ্যায় । উকি
মেরে দেখ্‌তে হোলো । (নেপথ্যে উকি মেরে)
আমর ! বেটী হরিনামের মালা গলায় দিয়ে দিখি
মদ মুরগী মাচ্ছে ।

খদ্য । (নেপথ্য হইতে) গদা ।

গদা । আজ্ঞে ।

(১ম দ্বার দিয়া খদ্যতেশ্বর ও বৈষ্ণবির প্রবেশ)

খদ্য । সেই ভাল শ্যাম্পেন্‌ দুটো আর বা-
গানে যাবার পোষাক একটা আনতো ।

গদা । সে শ্যাম্পেন্‌ দুটো যে বাড়ীর ভিতরে
রেখেচেন ।

খদ্য । তবে রোজলিকর দুটো মুরাদআলীর
হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিগে ।

গদা । যে আজ্ঞে ।

(১ম দ্বার দিয়া গদার প্রস্থান)

(১ম দ্বার দিয়া দুটো রোজলিকরের বোতল সহ
মুরাদআলীর প্রবেশ)

খদ্য । (মুরাদআলীকে দেখে) মুরাদআলি !
মরাপ্‌কো বোতল্‌ দোঠো ও খানাকি মানক লেকে
হামারা সাত আও ।

(১ম দ্বার দিয়া মুরাদআলীর প্রস্থান ও মানক সহ
পুনঃ প্রবেশ)

খদ্য । বৈকুণ্ঠ ঠাকরণ ! তবে চল । ও ঘরে
কাপড় ছাড়বো এখন ?

(১ম দ্বার দিয়া সকলের প্রস্থান)

(চতুর্থীক সমাপ্ত)



পঞ্চম অঙ্ক ।

(মেদো কলুর বাড়ী)

(খন্দ্যতেশ্বর বৈষ্ণবদাসী বৈষ্ণবী ও মুরাদআলীর প্রবেশ)

বৈষ্ণ । কলুবৌ কোথা লো । (নেপথ্যে উঁকি
মেরে) এ ঘরেও নাই, মর ! ঘর ফেলে কোথা
গ্যালো । ও কলুবৌ !

খন্দ্য । বৈষ্ণব ঠাকরণ ! আর কি কলু বৌয়ের
কোন নাম নাই, “কলুবৌ কলুবৌ” কোচ্চ কেন ?

বৈষ্ণ । ওর নাম পদ, শশুর বাড়ী কে আর
নামধোরে ডাকে, আমরা কলুবৌই বোলে ডাকি ।

খন্দ্য । যা হোক এখন ডাক ।

বৈষ্ণ । ও কলুবৌ !

(নেপথ্যে কলুবৌ বেশে কামিনী অবিন্যাস প্রবেশ)

কামি । (নেপথ্যে হইতে) কেও ! বৈষ্ণব ঠা-
করণ ! একলা নাকি ?

বৈষ্ণ । একলা না ? আজ তোর ঘরে যেন

রাজ তত্ত্বা পড়েচে, রাণী হবিত শিদিগর এদিকে
আয় ।

কামি । কলুনী কখন কি ভাই রাণী হয়?
তবে তুমি আশীর্বাদ কর, আর তোমার মুখে
ফুল চন্দন পড়ুক, রাণীই যেন হই ?

বৈষ্ণৃ । আশীর্বাদেও কমি নাই, রাণী
হতেও আর বাকি রইলো না, এখন এসে বোস-
লেই হোলো ।

খদ্য । আপনি একবার এদিকে আসুন, আ-
পনাকে দর্শন কোরবো বোলেই এখানে এলেম,
তা পোড়া অদৃষ্টে আর ঘোটেঁচে না ? কেবল ইন্দ্র-
জীতের মতন আড়াল থেকে একটীং বাক্যবাণ
হানচো বৈত নয় ?

কামি । কেন ! আপনিওত বেশ শব্দভেদী
বাণ শিখেচেন্ ।

খদ্য । আপনি এদিকে আসুন, আপনার
বাক্যবাণে আমার দেহ জ্বর হোচ্ছে ।

কামি । আমার কথা কি আপনাকে এত
শক্ত বোধ হোচ্ছে ? যে আপনি তাতে জ্বর হো-
চ্ছেন ? ভাই বুঝি লোকে বলে, যে, বড় মানুষ

কারো কথা বরদাস্ত করেনা, আর জেয়াদা কথাও শুনেনা। আচ্ছা, এখন দেখে শিখলেম, আর কথা কবনা, চুপ কোরে থাকি।

খদ্য। তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্ছে বোলেই একথা বলেচি, তাতে নিরব হয়ে থাকা যদি তোমার বিবেচনায় ভাল হয়, তবে আমাকে এক খানা অস্ত্র এনে দাও আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি।

কামি। আপনিত ভারি পরমন্দকারি, আপনাকে আমি মন প্রাণ সমর্পণ কোরেচি বোলে কি আপনার প্রাণ নষ্ট কোরে পরের মন্দ কোর্বেন ?

বৈষ্ণব। হ্যাঁ বো! আজ তোর গলাটা ওমন হয়েচে কেন ?

কামি। আজ পাতকের জল মাথায় ঢেলেচি বোলে গলাটা একটু কেমন হইয়েচে।

বৈষ্ণব। ধরেনি, কেমন যেন গলার স্বর বদলে গ্যাচে।

খদ্য। বৈষ্ণব ঠাকরণ! এখন ওসব বাজে কথায় কাজ কি? পদ বিবিকে এদিকে আস্তে বল, একবার দেখে নয়ন সফল করি।

কামি । দেখতেতো বাকি নাই, যে দিন যোগে সকাল বেলা গঙ্গা স্নান কোরে আসি, সে দিন্ত দেখেচেন্ ।

✓ খদ্য । সেই দিনেইত সৰ্ব্বনাশ কোরেচ । সে দিন পর্য্যন্ত এক দিন্ত মনে সুখ নাই ।

কামি । ও উভয়তঃ বোলতে হবে, জ্বালতে আমিও বাকি ছিলাম না । লোকে কি বলে, “তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে ”

খদ্য । তা হলে এত কষ্ট দেবে কেন ?

কামি । কষ্ট দিয়েচি কি না, তা বোলতে পারিনে, কিন্তু কষ্ট পেয়েচি বটে । মেয়েমানুষ, কোণের বৌ, কাজে কাজেই কষ্ট পেতে হয় । আর কিছু কিছু বুঝি বোলেই ঐর্ষ্যা ধোরে ছিলাম । লোকে কথায় বলে, “সবুরে মেওয়া ফলে ” না বুঝলে কি যে হোতো তা আর বোলতে পারিনে ।

খদ্য । আপনি এখন এদিকে আসুন ।

কামি । আজ আবার আমার বোন এসেচে, সে ঐ নতুন ঘরে ঘুমুচ্ছে, আমি তাকে শিকলী দে এসেচি । উঠে যদি ডাকাডাকি করে তবেই মুক্তিলা

হবে। (বৈষ্ণবির প্রতি) বৈষ্ণব ঠাকরণ! আপনি ঐ নতুন ঘরে যান, দিদি উঠলেই সাড়া দেবেন, আমি অমনি সাবধান হবো। সকল দিক সামলে কাজ করাই ভাল। আমি যদিও ছোট জাত বটে, তবু কিছু কিছু বুঝি।

খদ্য। বৈষ্ণব ঠাকরণ! পদ্মবিবি বেশ কথা বোল্‌চেন, আপনি তবে নতুন ঘরে যান।

বৈষ্ণ। যে আজ্ঞে, আমি নতুন ঘরে চল্লম, আপনারাও নতুন আমোদ আহ্লাদ করুন।

(বৈষ্ণবীর প্রস্থান)।

খদ্য। আর ওখানে কেন এদিকে আসুন।

কামি। মন অনেকক্ষণ ওদিকে গ্যাচে, তবে লজ্জা কেমন ধোরে রাখ্‌চে বোলেই যেতে পাচ্চিনে।

খদ্য। (স্বগত) কথা বার্তা গুলী খুব চমৎকার দেখ্‌চি। (প্রকাশে) লজ্জাত তবে ভাল মানুষ নয়? সেত আমাদের দুজনকেই যাতনা দিচ্ছে? তাকে কেন তাড়িয়ে দাও না?

কামি। যেতেতো বোল্‌চি, কোনমতেই যে যেতে চাচ্ছে না।

খদ্য । (নেপথ্যে প্রস্থান ও কামিনীর হস্ত
ধোরে পুনঃ প্রবেশ)

কামি । (ঘুমটা টানন)

খদ্য । ছি ! এখন লজ্জা কোচ্ছ ? আমার হৃদয়
বিদীর্ণ হোচ্ছে একি জানতে পাচ্চনা ?

কামি । কারই হৃদয় না বিদীর্ণ হোচ্ছে ।

খদ্য । ঘুমটা টা খোলনা ভাই ।

কামি । ওতে আর কি আটক হোচ্ছে ।

খদ্য । (স্বহস্তে ঘুমটা উত্তোলন)

কামি । (মুরাদআলীকে দেখে) ওমা ! এ
আবার কেগো ! চাঁপদাড়ী নে যেন মুষ্কিল আ-
সানের মতন দাঁড়িয়ে আছে ।

মুরা । বিবি ! হামতো বাবুকো কোচ্মান্ ।

কামি । বাবু ! তোমার কচুমান্ এখানে কেন ?
আমিত খানকী নই ভাই, যে তুমি লোক নিয়ে
জটলা কোরবে ?

খদ্য । না ও এখনি যাচ্ছে, (মুরাদআলীর
প্রতি) মুরাদআলি ! আবি তম যাও, কাল
বেহানমে রাস্তাকি মোড় পার গাড়ী লে আও ।

মুরাদ । বহুত আচ্ছা হজুর ।

(মুরাদআলীর প্রস্থান)

খদ্য। আপনি মদ কি কখন খেয়েছেন?

কামি। গেরস্তুর মেয়ে কি মদ খায়।

খদ্য। কেন! আজ কালতো কতই ঘরে চোলেচে।

কামি। সে গরিব ছুঃখির পক্ষে নয়!

খদ্য। মাংস কখন খেয়েছেন।

কামি। ছোট বেলা পাঁঠা খেয়েছি, দুয়ার গরু মুরগী টুরগী খাইনে।

খদ্য। আমি কচি পাঁঠাই এনেছি। আচ্ছা, এই মদ এক গেলাশ খাও দেখি। এ শুভে মদ, এতে মদের গন্ধ কিছু মাত্র নাই, নেশাও হবে না, কেবল মুখ দিয়ে গোলাপ ফুলের গন্ধ বেরুবে।

কামি। ক্রমে ক্রমে হবে, এক দিনে আর অত বাড়াবাড়ি কোচ্ছেন কেন।

খদ্য। (গেলাশে মদ ঢেলে) যে না এক গেলাশ খাবে, সে আমার মরামুখ দেখবে।

কামি। দিবি দাও কেন ভাই? মদ আমি কখন খাইনে, আপনার এ ভারি অন্যায়! অন্যায় কৰ্ম্ম কোত্তে কেও কি বলে, না কেও করে?

খদ্য । তুমি আমাকে যা বোল্বে তাই কোত্তে পারি ।

কামি । কৈ করুন দেখি ?

খদ্য । কি বল ।

কামি । আচ্ছা বাঁদর সাজ দেখি ।

খদ্য । আমি বাঁদর সাজ্লে তুমি এসব খাবে ।

কামি । হা, আপনি বাঁদর সাজ্লে যা বোলবেন তাই কোরবো ।

খদ্য । দেখো, শেষে যেন পেচিওনা ।

কামি । তা পেচুব কেন ?

খদ্য । তবে তুমি আমাকে সাজাও ।

কামি । (কামিনীর খদ্যতেশ্বরকে বাঁদর সাজান)

খদ্য । এইবার মদ খাও ।

✓কামি । যখন বলেচি মদ খাব, তা এমন মুখ রাখিনে, লোকে কথায় বলে, “ কথার ঠিক নাহি যার, জন্মের ঠিক নাহি তার ” এখন আপনি এই খড়ের বিঁড়েটা মাথায় দিয়ে নাচনা ভাই ? আমি বাঁদর নাচ দেখতে খুব ভাল বাসী । বিশেষতঃ তোমাকে ঠিক যেন বাঁদর দেখাচ্ছে ।

খদ্য । তোমার যা ইচ্ছে করনা ? আমার কিছুতে অমত নাই ।

কামি । (খদ্যতেশ্বরের মস্তকে বিঁড়ে দিয়ে)
এখন দড়ী বাঁধী কোথা ভাই ?

খদ্য । কেন ! (গলা বাড়িয়ে দিয়ে) আমার গলায় বাঁধনা ?

কামি । (খদ্যতেশ্বরের গলে দড়ী বন্ধন কোরে)
এখন কি করি, আমি তো নাচাতে জানিনে ।

খদ্য । তুমি দড়ী গাছটা ধোরে বোসো, আমি আপুনি নাচ্চি । আজ যদি জটলা কোত্তে দিতে, তা হলে থিয়েটারের জন কতককে এনে তোমার ঘরে কিঙ্কিন্দাকাণ্ড কোরে যেতেম ।

কামি । তুমি এখন নাচ ভাই ।

(খদ্যতেশ্বরের নৃত্য)

(মেদো কলুর প্রবেশ) ।

মেদো । (কামিনীর প্রতি) ও ক্ষেপি ! বাঁদর কোথা পেলি ।

কামি ! এটা, আজ কিনেচি ।

মেদো । নাচে ।

কামি । খুব নাচে ।

মেদো । তবে দেনা ভাই, আমি একবার নাচাই
(দড়ী টেনে ভুঁয়ে লাঠী ঠুকে) “ ঝঞ্জে'র ফুল
কাঁকুড় কাঁকুড় । ভাব কোরে নাচ বুড়ো কল্লত
কোরে নাচ । বাবুর বাগানে আছে ম্যালা কলা
গাচ্ “ ঝঞ্জে'র ফুল কাঁকুড়কাঁকুড় ” (পোদে লাঠী
মেয়ে) আমর ! নাচনা ? ও ক্ষেপী নাচে কই ।

কামি । তুমি মাচ্ কেন ? আমার দাও দেখি,
আর তুমি একটা কলা আন, আমি কেমন
নাচাই দেখ ।

(মেদোর প্রস্থান)

কামি । বাবু ! এখনতো তারি সৰ্বনাশ দেখ-
খ্চি । যাহোক ওকে একটা কিকির কোরে বাড়ী
থেকে তাড়াব তার আর কোন সন্দেহ নাই, তবে
আমি যা এখন বোলবো সেই গুলি শুনবেন ।

খদ্য । পদবিবি ! এখন তোমার হাতে আ-
মার প্রাণ মান সকলি, দেখ ভাই ।

কামি । ভয় কি ?

(কলা সহ মেদোর প্রবেশ)

মেদো । কৈ, নাচাও না ?

কামি । (গলার দড়ী টেনে) নাচেত খেই

ধেই। এমন বাঁদর আরতো নেই। প্রাণ সপেচি
মন দিয়েচি সাধের বাঁদর কৈরে কই। মনুষ্য!
নাচত।

খদ্য। (নৃত্য)

মেদো। তোর কাছে এর মধ্যে খুব পোষ
মেনেচে। ক্ষেপি! ওকি কথা বুঝতে পারে?

কামি। বুঝতে এমন আর দুটি নাই।

মেদো। কই কিছু বল দেখি?

✓ কামি। মনুষ্য! তুই লক্ষায় গেছলি কেমন
কোরে।

খদ্য। (লক্ষ্য)

মেদো। বা! বেশ বাঁদর কিনেচিস্। আমাকে
একবার দেত আমি সকলকে দেখিয়ে আনি?

খদ্য। (স্বগত) কি সর্বনাশ! আমি যে, রকম
সকম কিছু বুঝতে পাচ্চিনে, আমাকে নাকাল
করবার তরেতো একাজ কচ্ছেনা? তাই বটে!
এতে আর কোন সন্দেহ নাই। মদর্টা কি খারাপ
জিনিস, ইন্দ্রিয় দোষটা কি ভয়ঙ্কর। মদ আর
ইন্দ্রিয় দোষের জন্য আমার কি কম অপমান
হোচ্ছে? লোকে কথায় বলে “অপরম্বা কিং ভবি-

যাতি” এখনো ভাগ্যে যে কি আছে তা বোলতে পারিনে ? রেপের মধ্যে ফেলে দিলেই তো দফা সেরে দিলে, আর চোর বোলে বাঁধিয়ে দিলেও সে কম অপমান নয় ? তার চেয়ে পায়ে হাতে ধোরে মাপ মেগে পালানই উচিত দেখ্‌চি ? (প্রকাশ্ণে) মাধব ! আম্মাকে মাপ কর, আমার ঘাট হয়েছে, আমি এমন কাজ আর কখন কোর্বোনা ।

মেদো । ও ক্ষেপি ! এটা যে বেশ কথা কোচ্ছে রে, তবে আর ছাড়া হবে না । আমি কাল একটা লোহার শিকলী গড়াতে দোব । ক্ষেপি ! কই বাঁদরকে কলা খেতে দেনা ?

কামি । মনুষ্য আমার প্রাণ, মনুষ্য আমার ধন, আমি যাবৎ বাঁচবো মনুষ্যকে সর্বদা চোকে চোকে রাখবো, মনুষ্যর ভাল মন্দ হলে আমিও এপ্রাণ আর রাখবো না । (কলা ছাড়িয়ে) মনুষ্য ! কলা খাওত ?

খদ্য । (স্বগত) ভাব কিছু বুঝতে পাচ্চিনে, ছুঁড়ির কথা বার্তায় আর মন্দ মনে হচ্ছেনা । ছুঁড়ি বো-

লেচে? মেদোকে এখনি তাড়াবে। যা হোক, শেষে অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। এখনতো ছুঁড়ির কথার মতনই কাজ করি। (কামিনীর হস্ত হইতে কদলি ভক্ষণ)

মেদো। (মাথায় চাপড় মেরে) এ শালা বাঁদর নয়, উল্লুক! এর চেয়ে বাঁদরেরও বুদ্ধি আছে।

খদ্য। (স্বগত) তবে আমাকে নাকাল্ই কোচ্ছে। দশ জন না জমীয়াত হতে হতে এখন খুব খোষামোদ কোরে পালাতে পাচ্ছেই মান বাঁচে। (প্রকাশ্যে) মাধব বাবু! আমি তোমার হাতে ধোরে বোল্‌চি আমাকে ছেড়ে দাও। (হাতে ধরা)

মেদো। আরে মর! লোকে কথায় বলে, “বাঁদরকে নাই দিলে মাথায় চড়ে” এ যে তাই কোল্লে। এখন হাতে ধোচ্ছে এর পর মাথায় চোড়বে আর কি? (পোদে এক চাবুক মেরে) আমি আর বাঁদরকে নাই দোবনা। একি শাসন, শাসন বা কোরবো তা আমার মনেই আছে?

খদ্য । মাধব বাবু ! •আমার ঢের হয়েছে,
•আমি নাকে কাণে খত দিচ্ছি আমাকে ছেড়ে
দাও ।

(রামতারক বিদ্যাচাম্পতির প্রবেশ)

রাম । মাধব ! কি কোচ্ছ হে ?

মেদো । আজ্ঞে আসুন, আজ ক্ষেপী একটা
বাঁদর কিনেচে, তাই সেটাকে নিয়ে খালা করা
যাচ্ছে ?

রাম । (খদ্যতেশ্বরের বাঁদর মূর্তি দেখে) একি
তোমার বাঁদর, ছি ছি ছি কোরেচ কি ? গলার
দড়ী গাছটা খুলে দাও । মানুষকে কি এমন কোরে
সাজাতে হয় ? বিশেষতঃ খদ্যতেশ্বর বাবু একটা
বড় লোকের ছেলো, গুণবান ধনবান মান্যমান
•এমন লোকের কি এ ছুদশা কোত্তে হয় ? হায় !
হায় ! সুরা আর ইন্দ্রিয় দোষেই লোককে নরপশু
কোরে ফ্যালে । বাবু ! তুমি না সুরাপায়ী ও
ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা লোকের সর্বদা নিন্দে কোরে
থাক ? তোমার নিজের এ ছুদশা দেখলে লোকে
কি বোলবে বল দেখি ? বাবু ! তুমি সকলকে
কত বোঝাও, এ কিনা মেদো কলু (লোকে বলে

কলুর বুদ্ধি) সে কিনা একটা বাজারে খান্‌কি এনে তোমাকে দিবি বাঁদর সাজালে । (কামিনীর প্রতি) কামিনী ! আর তুমি এখানে কেন বাছা ? আমি শুনেছিলাম যে সর্বাপেক্ষা নষ্টা স্ত্রীর বুদ্ধি অধিক, তা স্বচক্ষে দেখ্‌লেম্ । এক্ষণে তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর ।

কামি । যে আজ্ঞে ।

(কামিনীর প্রস্থান)

রাম । মাধব ! বাবুর বাঁদরে বেশটা ঘুচিয়ে দাও ।

মেদো । মশায় ! সাজালে এক জন আর ঘোচাবে মেদো ।

রাম । ওহে বাবুরা বানর মেঘ প্রভৃতি অসংসঙ্গে আপনাই সাজেন, সংসঙ্গ হলেই সজ্জনেরা সেটা ঘুচিয়ে দ্যায় ।

মেদো । বৈষ্ণবিকে কি তবে বাবুর বাঁদর বেশ একবার দেখাবেন না ?

রাম । তাকে এখন আবার কোথায় খুঁজতে যাবে ।

মেদো । ও মশায় ! কাল রাত্রে এই বাবুর সঙ্গে এসেছিল, দিক্সি মদ মুরগী খেলে । আমি নতুন ঘরে লুকিয়েছিলেম্ । কামিনী ফিকির কোরে সেই ঘরে পাঠিয়ে দিতেই যা কতক দিক্সি দিয়ে মালা ছিড়ে বেঁধে রেখে দিয়েচি ।

রাম । তবে আননা একবার দেখা যাক্ ।

মেদো । যে আজ্ঞে ।

(মেদোর প্রস্থান)

খদ্য । বাচস্পতি মশায় ! আমার যৎপর নাশ্তি প্রতিকল হয়েছে, এবার আমাকে ছেড়ে দিন ।

রাম । বাপু ! প্রতিকল বা, তা তোমার কিছুই হয়নি, আর হবেওনা । এই ঘটনা যথার্থ হলে আর রক্ষা ছিলনা ।

খদ্য । সে আমার পুণ্য বল বোলতে হবে ।

রাম । তোমার নয়, তোমার ঠাকুরের বটে ?

(দুদ্দশাগ্রস্থা বৈষ্ণবী সহ মেদোকলুর প্রবেশ)

রাম । এস, এস, বৈষ্ণব ঠাকুরণ এস ? তবে তেক নিয়ে পর্যান্ত ভজন সাধন কেমন হোচ্ছে বল দেখি ?

বৈষ্ণৱ । (নিরব)

রাম । মুখে আগুণ তোমার, সে দিন তত
জুতো খেয়ে এলি, তবু লজ্জা হোলোনা ।
(মেদোর প্রতি) মাধব ! বেটীর মাথা মুড়িয়ে,
ঘোল ঢেলে, গালে চুন কালী দিয়ে, বিদায়
কোরে দাওগে ।

মেদো । যে আজ্ঞে, তবে আমি বৈষ্ণৱীকে
নে চল্লেম ।

(বৈষ্ণৱী ও মেদোর প্রস্থান)

রাম । (খদ্যতেশ্বরের বাঁদর বেশ মুক্ত কোরে)
বাবু । আপনি এখন গৃহে গমন করুন, আমিও
স্বস্থানে প্রস্থান করি ।

খদ্য । মশায় আপনাকে একবার আমার
বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে হবে ।

রাম । ও কথাটি বোলবেন না ? আজ কাল
দেখে শুনে অনেক অনেক অধ্যাপকেরা অনেক
বড় মান্ধের বাড়ী যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছেন ।
তবে জন কতকছু চার পাত্ সংস্কৃত পোড়ে ইয়ৎ
বেঙ্গল বাবুদের সঙ্গে মিশে, যদেচ্ছাচারি হয়ে
সকলি কছেন, তাদের অত্যাচারে অপরং অধ্যা-

পকেদেরও অপকলঙ্ক হচ্ছে । বাবু ! এবিষয়ে আমাকে অনুরোধ করবেন না ।

খদ্য । মহাশয়কে একবার আমার বাড়ীতে যেতেই হবে ? আপনি আজ আমার মহৎ উপকার কল্লেন । আমার যথা সাধ্য দিয়ে আপনার সম্মান কোরবো ।

রাম । সে কি বাবু ? আমি অর্থ প্রত্যাশী নই, আপনার জাতীয় ধর্ম নিয়েই আছি “ নাটক ” লিখতে শিখিনে যে আপনি আমার পরিশ্রমের পুরস্কার দিয়ে সম্মান কোবেন । “ উপকার ” ভদ্র লোকে ভদ্র লোকের উপকার বই অন-উপকার করেনা । যদিপি লোকে একটা যথার্থ দোষে দোষী হয়, যে ভদ্র লোক সে কখন সেই পরকুচ্ছ কোরে বেড়ায় না ? নরাধম লোকেরাই লোকের মিছে অপবাদ অপকুচ্ছ ও গ্লানী কোরে থাকে । পরস্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞান, পরধনে অম্পৃহা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রতারণা কপটতা বিশ্বাসঘাতকতা প্রতি দ্বেষ, দীন দুঃখীর প্রতি শ্রদ্ধা, পিতা মাতা ও গুরু-জন প্রভৃতির প্রতি ভক্তি, ধর্মে মতি, ও পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি করিলেই সেই নর নামের

যোগ্য হয়, সেই মনুষ্য মানব যাত্রা সমাধা করিয়া
 গ্যালাও তাহার সেই যশ ধরণীতে বিচরণ করিতে
 থাকে । বাবু! এক্ষণে আপনি আন্দুন, আমিও
 আসি, মনে বুঝে দেখুন, আপনি যেমন লোক
 তা আমরা কিছু কিছু বুঝি ।

(উভয়ের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

সমাপ্ত ।
